# অবসর-চিন্তা।

প্রথম ভাগ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

নটোলা লেন, পটলডাঙ্গা সখা-যন্ত্রে

হন দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# ভূমিকা।

দুই বৎসরের অধিক কাল অতিবাহিত হইল গ্রন্থকার একদিন এখানকার উন্নতি বিধায়িনী সভাগৃহে একটী কবিতা পাঠ করেন তাহাতে সমাগত সভ্যগণ সন্তুষ্ট হইয়া আর একদিন আর একটী কবিতা পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। এইরূপে সময় সময় গ্রন্থকার উক্ত সভা গৃহে কবিতা পাঠ করিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন। মধ্যে মধ্যে ইহাঁর দুই একটী কবিতা কোন সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে গ্রন্থকার সময় পাইলেই লিখিতেন এবং বন্ধুবর্গকে দেখাইতেন। কবিতাগুলিকে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হওয়ায়, আমার কয়েকটী বন্ধুর সহিত পরামর্শ করি। তাঁহারাও আমার মতের পক্ষ সমর্থন করিলেন তাই কবিতাগুলিকে "অবসর চিন্তা" নাম দিয়া সাধারণের নিকট অর্পণ করিলাম। অবসর চিন্তা যদি বাঙ্গালা সাহিত্যের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার সাধন করিতে পারে গ্রন্থকারের শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

সৈয়দপুর
অগ্রহায়ণ ১২৯৩।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ।
প্রকাশক।

# সূচী।

# শুদ্ধিপত্র

| পৃষ্ঠা | | পংক্তি | | অশুদ্ধ | | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৩ | … | ১৫ শ | … | খাণ্ডব— | … | খাণ্ডব- |
| ৩৭ | … | ৬ ষ্ঠ | … | কারে | … | কার |
| ৪৭ | … | ৬ ষ্ঠ | … | সণে | … | সনে |
| ৬৭ | … | ৬ ষ্ঠ | … | দেখালা | … | দেয়ালা |
| ৭৩ | … | ১২ শ | … | ? | … | ! |
| ৭৩ | … | ১৭ শ | … | ? | … | ! |
| ৮১ | … | ১৪ ,, | … | একতাল | … | একতান |
| ৮৩ | … | ৬ ষ্ঠ | … | করিনে এ | … | করিনেত্র |
| ৮৬ | … | ৮ ম | … | ভারতে | … | ভারত |
| ৯৩ | … | ১৪ শ | … | কুণ্ডলে | … | কুন্তলে |
| ৯৪ | … | ১৭ ,, | … | সোহাগিণী | … | সোহাগিনী |
| ৯৪ | … | ১৮ ,, | … | সণে | … | সনে |
| ৯৪ | … | ২০ শ | … | সণে | … | সনে |
| ৯৮ | … | ৪ র্থ | … | নৈষধ | … | নিষধ |
| ৯৮ | … | ৮ ম | … | নৈষধ | … | নিষধ |
| ১০০ | … | ৬ ষ্ঠ | … | পার নিবাইতে | | পারেনি ধুইতে |
| ১০০ | … | ১৭ শ | … | গর | … | গরভে |
| ১০০ | … | ১৯ ,, | … | পরবে | … | গরবে |
| ১০২ | … | ১৪ শ | … | কথার | … | কন্যার |
| ১০৪ | … | ১৫ ,, | … | সুখ | … | মুখ |

প্রীতিভাজন

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মজুমদার।

বিপিন,

জীবনের প্রথমেই তোমাকে ভালবাসিয়া ভালবাসা শিক্ষা করিয়াছি। আশৈশব তুমিই আমার ভালবাসার পাত্র—বিশ্বাস স্থল। এই ক্ষুদ্র জীবনের প্রত্যেক ঘটনাই তুমি পরিজ্ঞাত, তাই আমার "অবসর চিন্তা" তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম।

অনন্য হৃদয়

শ্রী——

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে "চিরযাত্রী" "মার্টিন লূথারের জীবন চরিত" প্রভৃতি রচয়িতা ভক্তিভাজন উদাসীন মহোদয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পুস্তক খানির আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন এবং উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি পুস্তকের অগ্রিম গ্রাহক হইয়া আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন।

পুস্তক মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র রুদ্র মহাশয়ের নিকটেও আমি বিশেষ ঋণী।

অগ্রহায়ণ<br>১২৯৩ সাল। } বিনয়াবনত<br>শ্রী—

# অবসর চিন্তা।

প্রথম ভাগ।

## পার্থ প্রতিজ্ঞা।

—একি ? সখে আজ পাণ্ডব শিবির<br>
কি হেতু নীরব বিষাদে ঢাকা !<br>
কেন ভীম সেন গর্জ্জে না গভীর,<br>
সুভদ্রা কুমার দেয় না দেখা !

কৌরব কেতন আকাশ পরশি<br>
উড়িছে দেখ হে দেখ হে চেয়ে ;<br>
কৌরবের সেনা দেখ রাশি রাশি<br>
ফিরিছে আনন্দে বিভোর হ'য়ে !

পাণ্ডব ঈশ্বর রাজা যুধিষ্ঠির<br>
সহদেব আর নকুল সনে<br>
বিষাদে মলিন, ঝরে অশ্রু নীর,<br>
চাহে না বারেক রথের পানে !

বলিতে বলিতে পবন গমনে
উতরিল রথ শিবির দ্বারে ;
সকলি নীরব ! অর্জ্জুনের পানে
কেহ না চাহিল ;—নয়ন ঝরে !

হতাশ গম্ভীরে সম্ভাষি রাজনে
কহিল বীরেন্দ্র,—নীরব কেন ?
কি অশুভ আজ পাণ্ডব প্রাঙ্গনে
ঘটেছে অগ্রজ,—বিষাদ হেন !

শুনেছিনু আমি চক্র ব্যূহ করি
যুঝিবেন গুরু আহবে আজ,
প্রতিজ্ঞা তাঁহার—যুধিষ্ঠিরে ধরি
লইবেন বলে কৌরব মাঝ।—

—বুঝি অভিমন্যু প্রাণের কুমার
সে প্রতিজ্ঞা তাঁর ভেঙ্গেছে বলে ;
সে ব্যতীত আর সেই ব্যূহ দ্বার
ভেদিতে ছিল না পাণ্ডব দলে ;

আগম জানিত অজ্ঞ নির্গমনে
তাই রে হৃদয় কাঁপিছে মোর !
—তাই বুঝি আজ সমর প্রাঙ্গণে
ঘটেছে বিষম বিপদ ঘোর !

—তাই বুঝি আজ কপাল আমার
ভাঙ্গিয়াছে সেই কুটিল রণে!
বীরেন্দ্র বালক ভেদি ব্যূহ দ্বার
অসহায়ে বুঝি মরেছে প্রাণে!

বীরেন্দ্র পাবনী সখেদে কাতরে
কহিল, অর্জ্জুন কি ক'ব আর!
বীরেন্দ্র বালক ব্যূহের মাঝারে
প্রবেশি দেখা'ল বীরত্ব তার—

দ্রোণ আদি বীর রথী সাত জন
সাত সাত বার মূর্চ্ছিত সবে!
মিলিত হইয়ে শেষে সাতজন
বধিল কুমারে কুটিলাহবে!

কি কহিব ভাই হৃদয় বিদরে
সশস্ত্র সিন্ধুর কুমার দ্বারে,
পশিতে নারিনু সাহায্যের তরে
অজেয় পাপিষ্ঠ শিবের বরে!

শুনিতে শুনিতে বীরেন্দ্র বিজয়
মূর্চ্ছিত হইল অবনী-তলে
মুহূর্ত্তে জাগিল—আঘাতি হৃদয়
ভাসিল অজস্র নয়ন জলে।

শোকের উচ্ছ্বাসে দ্রুতগতি বীর
উন্মাদের প্রায় সমরাঙ্গণে
ছুটিল অমনি,—ঝরে অশ্রুনীর,
হেরিতে প্রাণের কুমার ধনে।

ধন্য পুত্র-শোক! বীরের হৃদয়
অবাধে ভাঙ্গিল দারুণ তাপে
অভেদ্য অটল অর্জ্জুন হৃদয়
হিমাদ্রি সমান—নিয়ত কাঁপে!

দেখিল বিশাল বাহু বিস্তারিয়ে
বিশাল নয়ন মুদিত ক'রে
মৃত শত্রু দেহ শয়ন করিয়ে,
শুয়েছে কুমার তাহার 'পরে!

সুশ্যামল কায় স্ব পর শোণিতে
আরক্ত, মরিরে বিদরে প্রাণ!
পৃষ্ঠের নিসঙ্গ লুণ্ঠিত ভূমিতে
শতধা বিদীর্ণ শিরের ত্রাণ!

একি? একি? একি? একি দেখি আজ
নাহি চাঁদ মুখে মধুর কথা?
একি অভিমন্যু? এ কেমন সাজ?
কি হেতু ভূতলে শয়ন হেথা?

বিচিত্র প্রাসাদে কোমল শয়নে
  শয়ন করিয়ে হ'ত না ঘুম,
শোণিতাক্ত দেহে সমর প্রাঙ্গণে
  রয়েছ পড়ে হইয়া নিঝুম !

আয় বাছাধন একবার আয়,
  কোলে ল'য়ে তোরে জুড়াই প্রাণ
শীতল হউক তাপিত হৃদয়
  মুমূর্ষু জীবন পাউক প্রাণ।

সুভদ্রা-অঞ্চল-নিধি একবার,
  দু'বাহু প্রসারি আয়রে কোলে
শীতল হউক হৃদয় আমার
  মুছা'য়ে ফেল নয়ন জলে

উঠ বাছাধন একবার তরে
  শত্রু সনে কর সমর খেলা ;
কাটি পাড় রিপু মস্তক সমরে
  ঘুচুক আমার হৃদয় জ্বালা।

কাঁপা'য়ে মেদিনী কাঁপা'য়ে গগণ
  হৃদয় উচ্ছ্বাসে ডাকিছি তোরে,
কেন নিমীলিত তবু ওনয়ন,
  গভীর নীরব কিসের তরে ?

বিপদে পড়িয়ে ডাকিলে যখন
আসি নাই তবে সাহায্য তরে,
সেই অভিমানে মুদিলে নয়ন
সম্ভাষনা অভিমানের ভরে ?

ত্যজ অভিমান দেখ বাছাধন
দেখ দেখ এবে সাহায্য তরে,
সসৈন্য তোমার মাতুল, জনক
রহিয়াছে বাপ তোমারে ঘেরে।

রাজা যুধিষ্ঠির, বীর ভীম সেন
সহদেব আর নকুল সনে
লাজে শোকে অই হ'য়ে অচেতন
রয়েছেন দেখ ধরায় পড়ে !

যাদবী এই যে জননী তোমার
রাখিয়া কোলেতে চুমিছে মুখ
উঠ বাছাধন উঠ একবার
নিয়ত ডাকিছে ভিজায়ে বুক।

বিরাট নন্দিনী আকুল পরাণে
কাঁদিছে চরণ ধরিয়া বুকে,
নিবার নিবার মধুর বচনে
ঘুচাও তাহার বিষম দুখে !

উঠি বাছাধন দেখ একবার
পৌরবের নারী সমরাঙ্গণে!
কেন ঘুমাইয়ে শরের শয্যায়
অনন্ত রোদন পশে না কাণে!

কত কত বার এ পাষাণ হৃদে
ধরেছি শিবের ত্রিশূল বাণে;
—জ্বলেনি হৃদয় আজ রে যেমন
জ্বলিছে বিষম বিষাক্ত বাণে!

ইলাবন্ত শোকে দহিছে হৃদয়
না ভুলিতে হায় সে শোক-জ্বালা
জ্বালালি আবার অনলের প্রায়
অভিমন্যু, তুই দ্বিগুণ জ্বালা!

তরুণ বয়সে বিরাটের বালা
বৈধব্য অনলে ঢালিল প্রাণ,
কেমনে দেখিব—সহিব সে জ্বালা!
কত রে সহিবে এ পোড়া প্রাণ!

ভাই সুযোধন কৌরব প্রধান
কেমনে বাছার কোমল গায়
সকলে মিলিয়ে হানিলে রে বাণ
ব্যথিত হ'লে না?—পাষাণ প্রায়!

আমার যেমন হৃদয়ের মণি
নহে কি ভাই তেমন তোমার ?
চির অরি তব এইত ফাল্গুনী
কি দোষেরে দোষী কুমার তার ?

কুরুক্ষেত্রে, গুরো, আইনু যখন
ছিল এ বিশ্বাস আমার মনে
হ'বেনা অন্যায় সমর কখন
আচার্য্য যখন আছেন রণে।—

—আজ সে বিশ্বাস ঘুচিল আমার,
রহিল অখ্যাতি পৃথিবী তলে,
গাইবে চন্দ্রমা স্বরগের দ্বার,
গাইবে জলধি পাতাল তলে!

সহস্র বছর করিয়ে যতন
যাবে না যাবে না ধুইলে জলে
গাইবে পুরাণ, পশু পাখীগণ
নির্জীব সজীব সকলে মিলে!

দুর্ম্মতি রাধেয়, সিন্ধুর তনয়,
এই কি তোদের হইল বিধি ?
সপ্ত রথী মিলে (কি বীরত্ব হায়!)
হরিলি আমার হৃদয় নিধি!

বলিতে বলিতে আবার পতন,
আবার মূর্চ্ছিত কুমার কোলে,
আবার চেতনা আবার পতন,
ভীষণ কঠোর শোকের বলে !

দেখিয়ে সখার বিকল হৃদয়
মধুর বচনে মাধব তবে
কত বুঝা'লেন, প্রমাণি ধরায়
অনিত্য ;—সবারি মরিতে হ'বে।

তাতেও বীরের হৃদয়ের ভার
নহে তিরোহিত, বিষম গণি
রুক্মিণী রমণ কৌশলে আবার
কহিলেন একি পাণ্ডব মণি ?—

এই কি বীরের উচিত করম,
কেমনে দেখাবে সমাজে মুখ ?
এই কি ক্ষত্রিয় কুলের ধরম
তুমি না পাণ্ডব দলের মুখ ?

অর্জ্জুন চরিতে একি ব্যাভিচার
স্বপনের সম হ'তেছে মনে ;
পুত্র হন্তা তব পাপী দুরাচার
এখন জীয়ন্ত সমরাঙ্গণে !

এখন পাপীর শির সমুন্নত
এখন হ'ল না পতন তার !
গাণ্ডীবের গুণ এবে প্রসমিত
অক্ষয় তূণীর অমুক্ত দ্বার !

সত্য সখে তব প্রবোধ বচন
তবুও হৃদয় ব্যথিত মোর !
সিংহের শাবক করিল হরণ
সিংহের সমুখে হইয়ে চোর !

বলিতে বলিতে প্রতিহিংসানল
জ্বলিল বীরের বিশাল হৃদে
মুহূর্ত্তের তরে ঘোর শোকানল
নিভিল, মাতিল সমর মদে !

শোকের সন্তাপ প্রতিহিংসানল
মিশাইয়ে তায় সমরানলে
পোড়াইব আজ কুরু-বল দল ;
—গর্জ্জিল বীরেন্দ্র মাতঙ্গ বলে

যাও ভীমসেন মাদ্রী পুত্রসনে
রক্ষ সাবধানে রাজারে আজি ;
পাণ্ডব জীবন ! নক্ষত্র গমনে
চালাও মিনতি রথের বাজী !

ধরিনু গাণ্ডীব ত্যজিব না আর
যাবৎ পাপীর আমার শরে
না হবে পতন, প্রতিজ্ঞা আমার ;
পালিব প্রতিজ্ঞা ধর্ম্মের বরে।

সগর্ব্বে গভীর নিনাদি বিজয়
সদর্পে গাণ্ডীব ধরিয়ে করে,
কাঁপায়ে মেদিনী, কৌরব হৃদয়
জ্যা দিল গাণ্ডীবে রোষের ভরে।

দেবদত্ত শাঁখ গরজি উঠিল
গরজে গভীর কেতনে হনূ,
পাঞ্চ জন্য রবে মাতিয়া উঠিল
শ্বেত অশ্ব চারি কাঁপায়ে তনু।

চাহি বসুমতী চাহিয়া গগণ
চাহি চারিদিকে উলূপী প্রাণ
চাহি কেশবের যুগল চরণ
করিল প্রতিজ্ঞা পাণ্ডব ত্রাণ।——

শুনুক কৌরব দল, সিন্ধুর কুমার,
শুনুক জগৎবাসী, স্থাবর, জঙ্গম,
প্রতিজ্ঞা করিনু সাক্ষী করি দেবগণ—
না পশিতে দিনমণি অস্তাচল চূড়ে;

বিনাশিব জয়দ্রথে—বীর-কুল-গ্লানি।
দেখিব কেমনে কাল গান্ধারীকুমার,
আচার্য্যের ব্যূহদ্বার, সূতপুত্র সনে
মিলি শত সহোদর, মাতুল শকুনি,
রক্ষা করে সে পাপীরে ;—নারকীর যম
গর্জ্জিছে তূণীরে মোর—অক্ষয় তূণীরে।
নিরস্ত্র বালকে বধি বীরত্ব যাদের,
দেখিব সমরক্ষেত্রে কাল বীরপণা।
বধিয়াছে সপ্তরথী নিরস্ত্র বালকে,
মিলুক কৌরবসেনা, সহায় করুক
দেবকুল, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
একা পার্থ রণক্ষেত্রে পশিবে প্রত্যুষে
প্রতিজ্ঞা,—প্রতিজ্ঞা তার করিতে পালন।
সার্থক করিব কাল সব্যসাচী নাম।
দাবাগ্নি সমান তেজে কৌরব কাননে
পশিয়ে পার্থের শর পোড়াবে সকল।
বিধবা হইবে কাল দুঃশলা ভগিনী,
মিশাইবে অশ্রুজল উত্তরার সনে।
হইবে মন্থন দণ্ড খরতর শর,
হইবে মন্থন পাশ গাণ্ডীবের গুণ,
মথিব স্বহস্তে কাল সাগর সমান
কুরুসেনা দলে ;—কিম্বা কাল রণস্থলে
খেলিব নূতন পাশা প্রতিহিংসা তরে ;

—পণ হবে দুরাচার জয়দ্রথ শির,
আসন—সমরক্ষেত্র, বাণ—পাশাসারি।
দেখিব কেমনে কাল মাতুল শকুনি
জিনিবারে পারে পণ যে পণ আমার।
গান্ধার অস্থিতে নহে এ পাষ্টী নির্ম্মিত,
শুনিবে না কথা তার, দম্ভোলি সমান
এ পাষ্টী পড়িবে কাল জয়দ্রথ পণে।
—পালায় যদ্যপি পাপী,—কোথা পালাইবে?
জলধি গরভে ?—বাড়বাগ্নি সম তেজে
পশিবে পার্থের শর রত্নাকর নীরে ;
কিম্বা যদি যায় ঘোর কানন মাঝারে
ধরিবে দাবাগ্নি মূর্ত্তি পোড়াবে কানন,
লইবে জীবন তার,—কে বারিবে তারে ?—
পুনঃ অগ্নিদেব কার্য্য সাধিব যতনে
নিবৃত্তি করিব ক্ষুধা দহিয়ে খাণ্ডব—
বন সাধিছিনু যথা, ততোধিক আজ
নরমাংসে পরিতৃপ্ত করিব উদর
তাঁর ;—কার সাধ্য রোধে পার্থ-খর-শরে।
ফিরিয়ে আসুন ভীষ্ম দণ্ড হাতে যম,
আসুন সে বজ্র হস্তে জন্মদাতা মম,
কিম্বা পাশী পাশ হস্তে ; করুন রক্ষণ
শূল হস্তে শূল-পাণি শাকম্ভরী-পতি,
না হবে শকতি রক্ষা করিতে পামরে।

চক্রধারী নারায়ণ অজেয় গাণ্ডীব
অক্ষয় তূণীরদ্বয়, রথ কপিধ্বজ
সমরে সহায় যার সে কি রে কখন
ডরে কুরু ফেরুপাল প্রতিজ্ঞা রাখিতে ?
গাও পাণ্ডবের জয় প্রকৃতি নিচয়
পার্থের প্রতিজ্ঞা গাও প্রতিধ্বনি তুমি
নিরস্ত্র বালকহন্তা সপ্তরথী কাণে;
কলঙ্কিত প্রাণে হ'ক ভয়ের সঞ্চার।

## দরিদ্র যুবা।

বিঘোর তামসী নিশে তোমারে সকলে বলে
বিরাম দায়িনী,
শ্রান্তি নিবারিণী,
জানিনু এখন
আমার কপালে,
শান্তি কি বিরামদায়িনী নও!
অনন্ত চিন্তায়
ডুবাও আমায়
বিষাদ সাগরে
ডুবায়ে ডুবায়ে
কতই যাতনা হৃদয়ে দাও!

জানিনু তোমারে আমি, হৃদয় তোমার নাই—
তোমার হৃদয়
গঠিত পাষাণে,
বিঘোর আকৃতি
প্রকৃতি পাষাণ,
অন্তর তোমার কালিমাময়!
যে বলে বলুক
শান্তির আধার,
আমি বলিব না
করিব ঘোষণা—
হৃদয় তোমার পাষাণ ময়!

হাসিয়ে খেলিয়ে আমি দিবস কাটাই সুখে
বন্ধুর বিমল
মূরতি মোহন
লোক কোলাহল
পাখীর কাকলী
কঠোর চিন্তায় ভুলা'য়ে রাখে;
তোমার কুটিল
আকৃতি প্রকৃতি
পারে না আমায়
দেখাইতে ভয়
হেসে খেলে দিন কাটাই সুখে।

ধারি না চিন্তার ধার, দহেনা হৃদয় মন;
ঊষার আলোক
প্রহর রজনী
জাগিয়ে জগত
হাসায় আমারে
ভাসে যে পরাণ প্রেমের ভরে ;
বিস্মৃতি সাগর
গভীর সলিলে
রাখি ডুবাইয়ে
মূরতি পাষাণ;
—সুখে কাটি কাল মুহূর্ত্ত তরে

অভাগা তখন সুখে কাটায় দুখের প্রাণ—
দিবা অবসানে
মনের হরিষে
রাখাল যখন
মধুর গাইয়ে
চালায় তাহার গরুর পাল,
পাখী দলে দলে
নীড় পানে উড়ে
কেহ বসি ডালে
ডাকে সঙ্গীদল
বাজায়ে মধুর মধুর গাল।

মধুপ গাইল দুখে ত্যজি সব সোহাগিনী,
তখন আমার
হৃদয়ে চমক
লাগিল বিষম
তোমার মূরতি
—ভীষণ মূরতি তোমার স্মরি!
আবার যখন
বঙ্গকুল বালা
কুটীর সাজাল
দীপমালা দিয়ে,
শিহরিল প্রাণ তোমারে স্মরি!

সাজিল সুন্দর সন্ধ্যা আরতি বাজিল সুরে,
বিমল আনন্দে
মুহূর্ত্তের তরে
ভুলিনু তোমায়,
—না ভুলিতে পুন
ভীষণ মূরতি পড়িল মনে!
সুখে জলাঞ্জলি
দিলাম অমনি,
আগামী দুখের
মূরতি আঁকিয়ে
কে যেন ধরিল অভাগা পানে!

বিপদ আসিছে ভাবি হৃদয় কাঁদিল কত!
প্রহর বাজিল
প্রকৃতি ঘুমা'ল,
শ্রান্ত-ক্লান্ত নর
ভুলি শ্রম-জ্বালা
সুখে নিদ্রা কোলে ঘুমা'য়ে প'ল;
সুধু অভাগার
হৃদয় সাগরে
চিন্তার লহরী
উঠিছে পড়িছে
হেরি নিদ্রা ভয়ে কাছে না এল!

কত ভাবি ছাই পাশ হৃদয় কাঁদিল ক্ষোভে;
দলি লতা বন
প্রমত্ত বারণ
বিঘোর আরাবে
কাঁপা'য়ে মেদিনী
তোল পাড়ে যথা কানন দেশ,
মত্ত মাতঙ্গিনী
চিন্তা রাশি রাশি
হায় রে তেমনি
পশি অভাগার
হৃদয়ে, ভাঙ্গিল হৃদয় দেশ!

দলিল ভাঙ্গিল হায় হৃদয় দুখের ঝড়ে ;
দুখিনী জননী
মুখ নিরখিনু
শুকা'ল হৃদয়
তিতিল কপোল,
কে যেন নিশ্বাস রোধিল বলে !
জননী আমার
স্নেহের প্রতিমা !—
হায়রে তাঁহার
সেই মুখখানি
মলিন কঠোর দারিদ্র্য বলে !

কষ্টের কণ্টক হায় ছোয়নি কখন যাঁরে
দারুণ দারিদ্র্য
ভীষণ আকারে
ঘেরি চারি ধার
দংশিছে নিয়ত
সে হেন হৃদয় ব্যথিত করে !
কি করিব হায় !—
হৃদয় বিদরে,
দারুণ দাসত্ব
করিনু গ্রহণ
তবুও দারিদ্র্য বাহিরে ঘরে !

সহি কত অপমান কষ্টের অনন্ত স্রোতে
ঢালিলাম দেহ,
ঢালিলাম প্রাণ,
তবুও আশার
সুসার হলো না
সমুখে পাথার না দেখি কূল ;
দুখিনী জননী,
দুখিনী দয়িতা,
দুখ নীরে ভাসে
প্রেমের প্রতিমা,
হৃদয় কাননে প্রেমের ফুল।

প্রাণের প্রতিমা সেই প্রেমে ঢল ঢল আঁখি,
শরত চন্দ্রমা
সুষমা আনন
প্রেম হাসি মাখা
লাবণ্য যাহার
ভাসিল নয়নে চমক দিয়া,
—কি হেরিনু ?—হায়
সে মুখ মলিন !—
দারিদ্র্য রাক্ষসী
এমনি কঠিন,
পাষাণ হতেও পাষাণ হিয়া !

ভালবাসা তার আমি ভুলিব না এ জীবনে,
সুমধুর স্বরে
সুমধুর তারে
শ্রবণে নিয়ত
গাইছে বাজিছে
ভালবাসা যার বিবিধ তালে ;
প্রতিদান তার
কি করিনু আমি ?
কি করিব আর ?—
ভাল বাসি তারে
রাখিব হৃদয়ে যতনে তুলে।

প্রাণের সমান যারা নয়নের তারা মোর,
(প্রফুল্ল প্রসূন
কি ছার তাহারা)
বাছাদের মুখ
ভাসিল নয়নে
লাগিল মরমে দারুণ ব্যথা !
দীনতা প্রখর
রবির কিরণে
শুকাইছে ফুল
হৃদি ফেটে গেল !—
ছিঁড়ে যায় বুঝি জীবন লতা !

হায় বোন তোর দশা স্মরিতে কাঁদেরে মন,
জনম দুখিনী
পিতার পালিতা
মায়ের আদুরে
তবুও দুখিতা
তবুও মু'খানি মলিন তোর !—
হায়রে আবার
দারিদ্র্যে পেশিতা
ক্ষুধায় জঠোর
যেতেছে জ্বলিয়া
ভাবিতে শিহরে হৃদয় মোর !

সমাজ দারুণ রীতি ভাবিতে শুকায় প্রাণ—
বঙ্গ বিধবার
মনের যাতনা
ভাবিলে হৃদয়ে
থাকে না চেতনা
পাষাণ হৃদয় ফাটিয়ে যায় !
ঊষার প্রদীপ,
সন্ধ্যার কমল,
রাহুগ্রস্থ শশী
হেরি যবে আমি
তখনি নয়ন ভাসিয়ে যায় !

ধীর ভাবে সহ দুঃখ দুখী পরিবার মোর,
আত্মীয় বান্ধব
কাহার নিকটে
যেওনা কখন
সাহায্য কারণ
দিওনা গৌরব ঢালিয়ে জলে ;
ঈশ্বরে বিশ্বাস
করি মন প্রাণ
তাঁহারি চরণে
কর উপহার
ঘুচিবে দুখ ঐশিক বলে।

যা হ'বার হ'ক শুভ বিধির ঘটনা সব ;
পর প্রত্যাশায়
জীবন রতন
কলুষিত কভু
যেন নাহি হয়
এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রাখিও মনে।
শিখ সহিষ্ণুতা
সহ সমভাবে
দুখ রাশি রাশি
সুখের সমান
চাহিয়ে ভবিষ্য-আশার পানে।

বিদাও জননি মম, অগ্রজ আমার আজ,
বিদাও ভগিনি
দুখের প্রতিমা,
রক্ষদা, প্রমদা
স্নেহের পুতুল,
বিদাও প্রাণের অগ্রজ সুতা ;
বিদাও প্রেয়সী
বিদাও সরলে
বিদাও আমার
প্রাণের প্রতিমা
ছিড়িয়ে প্রেমের প্রণয় লতা।

স্নেহের প্রমদা তোরে ভুলিব না এ জীবনে,
আধ আধ বুলি
সেই 'কা' 'কা' ডাক
আবার শুনিব
উঠাইয়া কোলে,
চুমিব আবার সে মুখ খানি !
আবার যদিরে
হয় সেই দিন,
প্রতিকূল বিধি
হয় অনুকূল,
চুমিব আবার সে মুখ খানি !

—হয় যদি শুভ দিন অভাগা ফিরিবে দেশে;
নহিলে সবাই
অভাগারে আজ
জনমের তরে
দেওগো বিদায়
ঘুরিবে অদৃষ্ট চক্রেতে ধরা;
মিলিবে আবার
সে দিন সেখানে
যেখানে দারিদ্র্য
যেখানে বিচ্ছেদ
নাহি রহে,—চির শান্তিতে ঘেরা!

যাবে প্রাণ অনশনে সহিব অম্লান মনে
তবু পর প্রত্যাশায় জীবন আমার
করিব না কলুষিত এ প্রতিজ্ঞা সার।—

—বরঞ্চ ত্যজিব প্রাণ, ত্যজিব না অভিমান
অভিমানে পরিপূর্ণ মানস আমার—

—যেই অভিমানে ধন করিয়াছি বিসর্জ্জন
যেই অভিমান হেতু এ দশা আমার!—
—হইয়াছি সর্ব্বস্বান্ত কিবা বাকী আর?
দীক্ষিত হয়েছে মন প্রতিহিংসা তরে
জানি না যে উদযাপন কত দিন পরে!

প্রতিদান, প্রতিহিংসা সদা জাগে মনে
ভুলিতে পারি না তাহা সহস্র যতনে !

প্রতিজ্ঞা করেছি মনে ভুলিব না এ জীবনে
প্রতিজ্ঞা আমার গাঁথা হৃদয় গ্রন্থনে,
ভুলিব সে দিন—আমি সুধিব যে দিনে।

## ঈশ্বর প্রেম

( অনুবাদ )

যদিরে জীবন হয় ঘোর দুঃখময়
হউক, সুখেতে কাল কাটাইব তায় ;
অনন্ত স্নেহের আশা প্রতীক্ষা করিয়া
রহিব প্রশান্ত ভাবে সে দিন চাহিয়া !
চাহি না পার্থিব সুখ করি এ কামনা,
জীবনে মরণে তব পুরাতে বাসনা ;
চাহি না বিপদে কার(ও) সাহায্য প্রদান
সন্তুষ্ট রহিব যাহা করিয়াছ দান।
অচিরে ফুরাবে দিন চল এইবার
ফিরাই প্রমত্ত মনে হইতে সংসার ;
প্রতিদিন পলে ক্ষয় হ'তেছে জীবন
মতি দেও তব গুণ করিতে কীর্ত্তন।

বিশ্বাসে পূরণ কর এ পাপ হৃদয়
বিশ্বাস-সরল, দৃঢ়, পবিত্রতাময় ;
বাঞ্ছা, নাথ, সুখী হ'ক সন্তান তোমার
মজুক তোমার প্রেমে প্রেম পারাবার

## শ্রীপঞ্চমী।

ঘুরিয়ে বরষ চক্রে ফিরে মাঘ আইল ;
কূজনিল পিককুল, ফুটিল বাসন্তী ফুল,
মুকুলিত সহকার কিবা শোভা ধরিল ;
শ্বেত পদ্ম আরোহিয়া, উপনীত শ্বেতকায়া।
বাঙ্গালী হৃদয় আজ কি আনন্দে মাতিল ;
আয় আয় আয় বোন, করি ফুল আহরণ
সাজাইব শ্বেত অঙ্গ প্রসূনের আভরণে ;
ধুই চল মসীপত্র, আনি গিয়া বিল্লপত্র
অঞ্জলি করিব দান সুলোহিত চরণে ;
দুখিনী সন্তান তাঁর, কোথা পাবে মুক্তাহার ?
বন প্রসূনের হার গাঁথিয়া সযতনে,
হৃদয় পরাণ সনে দিবে রাঙ্গা চরণে।
পদ্মাসীনা শ্বেত কায়া বীণাপানি তোমারে
পূজিতে বঙ্গের বালা, তুলি ফুল ভরি ডালা
আসিছে জননি আজ উল্লাসিত অন্তরে।

যুগযুগান্তর পরে, আবার লেখনী করে
জাগিছে—বঙ্গের বালা উৎসাহিত অন্তরে ;
যদিও নূতন নয়, নূতনের মত প্রায়,
যবন দস্যুর ভয়ে ছিল সবে লুকায়ে ;
ব্রীটন সদয় আজ, আর নাহি সহে ব্যাজ
পূরাবে মনের সাধ শ্রীচরণে কাঁদিয়ে।
জননি, সদয় হও, দুখিনীর পানে চাও,
ফেলনা চরণে ঠেলি অভাগিনী বলিয়ে।
পুত্রগণে যেই দয়া, দুহিতায় সেই দয়া
কর আজ, দয়াশীলে, পরাধীনী ভাবিয়ে!
যেমন বালকগণ, করে ফুল আহরণ
আমরাও এনেছি মা পূজিতে ও চরণে ;
আমরাও অনশনে, পূজিব ও শ্রীচরণে,
এনেছি আমের বল, যব শীর্ষ যতনে।
দময়ন্তী, সীতাসতী, ক্ষণা আর লীলাবতী
যাঁদের মহিমা আজ (ও) গাইতেছে জগতে
তুমি মা নিদান তার, নহে সাধ্য আর কার
মর নরে করিবারে অমর এজগতে?
কৃপাদৃষ্টে একবার, চাও মা অবলাপর
ভারতের অভাগিনী আমরা সকলে,
সমল হৃদয়ে জ্ঞান দেও গো বিমলে।

# একটী ছবি

আঁধার রজনী কোলে　　　একাকী সরসীকূলে
কে বালা ও বাম গণ্ড বাম করে ধরি
নিয়ত অজস্র ধারে ফেলে অশ্রুবারি ?

আয়ত নয়নে তার　　　কেন হেন অশ্রুধার ?
এ হেন বয়সে বল কিশোরী বালার
কিদুঃখে হৃদয় যন্ত্র করে তোলপাড় ?

পা নাদিতে এয়োদশে　　　কেন এমলিন বেশে ?
এলায়ে পড়েছে কেন রুক্ষ সূক্ষ্ম কেশ ?
কার এ কঠিন প্রাণ সাজা'ল এবেশ !

মরি মরি কি বিষাদ !　　　যেন পূর্ণিমার চাঁদ
ঢাকিয়াছে কাল মেঘে,—বিদরে হৃদয় !
কে সুখী পদ্মিনী হেরে নিশীথ সময় ?

মলিন বসন পরা　　　গায়েতে পড়েছে মলা
ভূষণ লয়েচে কাড়ি তবু রে কেমন !
যেন কোহিনুর আভা করে বিতরণ !

আমরি লাবণ্য ছটা,　　　আহা কি রূপের ঘটা !
ললাটে রাখিয়ে মরি বুঝি ফুল-ধনু,
লাবণ্য সাগরে মগ্ন হ'য়েছে অতনু ।

আমরি লাবণ্য রাশি, সাগরে যাইছে ভাসি
ভারত বাসীর হায় কি কঠিন প্রাণ ;
—পাষাণ হ'তে ও বুঝি হইবে পাষাণ !

শোন বাল-বিধবার হৃদয়ের দুখ-ভার,
নয়ন নীহার বিন্দু মুছিয়া অঞ্চলে,
নির্জ্জনে বসিয়া গায় সম্ভাষি কমলে ;—

"সরসীর স্বচ্ছনীরে মৃণাল-আসনে
কেন এত বিষাদিনী সর সোহাগিনি ?
মনে এত কিবা দুখ ? কি হেতু মলিন মুখ ?
কেন মুখে নাহি হাসি লো বন বাসিনি,
কেহ কি দিয়েছে ব্যাথা লো সই মরমে ?

লোহিত বরণে যবে পূরব আকাশ
সুরঞ্জিত করিলেন তরুণ তপন ;
দেখিয়াছি রূপ রাশি প্রকাশিলে মৃদুহাসি
বালিকার প্রিয় আস্য-হাসির মতন
মরি কি মাধুরী সেই হাসিতে বিকাশ !

দিনেশ আবার যবে মধ্যাহ্ন গগণে,
সহস্র কিরণ যবে পড়িল ছড়িয়া
দেখেছিনু সই তবে মাতিয়ে যৌবন ভরে
দুলেছিলে বায়ু কোলে উঠিয়া পড়িয়া,
কত হাব ভাব, সখি, দেখালে নয়নে !

আবার মুহূর্ত্ত আগে দেখিনু যখন,
দিনেন্দ্র মিলায়ে গেল আকাশের পটে,
আধ্ বোজা আধ্ ফোটা নূতন রূপের ঘটা
দেখালে নূতন রূপ গোধূলী-ললাটে,
কোথায় সে রূপ তব কোথায় এখন ?

পতির বিরহে নাকি বিষাদিত মনে,
সখিরে মানের ভরে ঢাকিলে বদন ?
মুহূর্ত্ত বিরহে সখি, কেন এত ম্লানমুখী ?
বঙ্গের বিধবা সই দেখনি কখন ?—
কি যাতনা সদা তার র'য়েছে মরমে !

কেন বিষাদিনী অয়ি সুচারু হাসিনি ?
প্রভাতে আবার তব হৃদয় রতন
পুন নব বেশ ধরি রক্তিম বসন পরি
হাসাইয়ে প্রকৃতিরে হইবে মিলন ;
তবে কেন ম্লানমুখী পতি সোহাগিনি ?—

প্রভাতে বিষাদ রাশি রবেনা তোমার,
গাইবে মধুর অলি, জুড়া'বে শ্রবণ,
হাসিও মধুর হাসি প্রাণেশের পাশে বসি
ধরিয়ে সহস্র করে করিবে চুম্বন
রবেনা তখন আর হৃদয়ের ভার।

বল দেখি প্রিয় সখি এই অভাগীর
আসিবে কি কভু আর সেসুখ সময়,
আবার পতির সনে আনন্দ উৎফুল্লমনে
মিলাব তোমার মত হৃদয়ে হৃদয়,
আর কি ঘুচিবে মম এ নয়ন নীর ?

না সখি—তা হইবেনা এজন্মে কখন
বিধবা বঙ্গের বালা জগতে দুখিনী,
শুনেছি বিধির খেলা দুখান্তে সুখের পালা
বঙ্গের বিধবা ভাগ্যে সে বিধি লেখেনি—
দুখের জনম তিথি দুখের মরণ !”

আয়রে ভারত বাসী আয় আয় দেখ্ আসি
সরসীর কুলে এই দুখের প্রতিমা,
ভারত উজ্জ্বল কুলে কিহেন কালিমা ?

শোন্ বাল বিধবার হৃদয়ের দুখভার
আঁধার রজনী কোলে বিষাদিনী গায়,
দেখ্‌রে ভারত ক্ষেত্র কি বিষাদ ময় !

ধিক্ হিন্দু শাস্ত্রকার ছিলনা হৃদয় তাঁর
যে সময় শাস্ত্র আদি হইল লিখন
ভারতে বিধবা বুঝি ছিলনা তখন !

থাকিলে কেমনে তারা এই দণ্ড বিধি ধারা
পাষাণে বাঁধিয়া বুক করিলা গঠন,
কে আছেরে স্বার্থপর পুরুষ যেমন ?

থাকিতে জীবিত দারা আবার বিবাহ করা
রীতি আছে কি সুন্দর !—অহো কি যাতনা
সহিতেছে ভারতের বিধবা ললনা !

বালিকা কিশোরী কত, যুবতী প্রবীণা শত
সহিতেছে কি যাতনা, ভাবি এক বার
দেখহে যুবক বৃদ্ধ মনে আপনার।

আয় ভাই সবে মিলে যে শাস্ত্রের যেই স্থলে
নাহি বিধবার বিয়ে লিখেছে কৌশলে
শত খণ্ড করি তারে পোড়াই অনলে।

বিধি রে কি বিধি করি ভারতে সৃজিলে নারী,
কোমল হৃদয়ে কত সহিবে যাতনা
একটী বা দুটী নহে শতেক লাঞ্ছনা।—

হায় হায় কি কঠিন মা বাপ হৃদয় হীন
দুবেলা আহার করে যোড়শোপচারে,
হবিষ্যান্ন বিধি দিয়ে দুহিতার তরে ?

হায় একাদশী দিনে বালিকা জীবন বিনে
শুষ্ক কণ্ঠা,—তবু হায় ; একবিন্দু জল,
দিবে না জননী তাঁর প্রতিজ্ঞা অটল !

সোদর প্রেমের ভরে ধরিয়ে বধূর করে
সুখে প্রেম আলাপনে যাপিছে রজনী
অশ্রু ফেলি কাটে নিশি বিধবা ভগিনী !

ভারত বিধবা ধন্যা, পৃথিবীর অগ্রগণ্যা,
যাবৎ রহিবে ক্ষিতি, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা,
রহিবে তাঁদের কীর্ত্তি অজরা অমরা !

---

## কুলীন কন্যা

জনমিয়ে মাতৃ অঙ্কে হয়েছি পালন,
কাটিয়াছি শিশুকাল না জানি কেমন ;
ছিল না বিপদে ভয়, সংসার আঁধারময় !
সুখে কাঁদি দুখে হাসি গেছে সে সময় ;
আর কি আসিবে ফিরে সে সুখ সময় ।

আহা কি মধুর সেই বালিকা জীবন
কোথা সে মনের গতি কোথায় এখন,
কোথায় পুতুল ডালা, কোথায় সে বাল্যখেলা
কোথায় বা তারা আজ যাহাদের ল'য়ে
আনন্দে দিতাম মেটে পুতুলের বিয়ে !

কোথা সে সুখের কাল কিশোরে যখন,
খেলা করিতাম সুখে লয়ে সখীগণ
চঞ্চলতা ধীরে ধীরে, যাইত আসিত ফিরে,
আসিত না পুন লাজ বাধা দিতে তারে,
কত সুখ গেছে সেই সুখের কিশোরে

উহু মরি সে কি কাল বিষম যৌবন !
( কে দেয় প্রবল স্রোতে বালির বাঁধন ! )
এক বার ভাবি মনে কুটিল কৌলিন্য পাশে
কাটিয়া মনের সাধ মিটাই আমার,
আবার ভাবনা,—কুল খোয়াব পিতার !

ভারত রমণী বিনা এজগতী তলে
কে আছে যৌবন দেয় সাগরের জলে ?
সুধু কুল-মান হেতু কে বল সুখের সেতু
স্বহস্তে কাটিয়ে দিয়ে চিরকাল তরে
ভাষায় জীবন চির দুখের পাথারে !

সুখের যৌবন গেল দুখের চিন্তায়,
সে সময়ে ঘটিল না শুভ পরিণয় ;
সে সময় পিতামাতা আত্মীয় বান্ধব ভ্রাতা
হেরিয়ে গলিত ধারা অভাগী নয়নে,
হন নাই বিষাদিত, গঠিত পাষাণে !

নাহি জানি কেন আজ সে পাষাণ মন,
দুখিনী দুহিতা তরে হইল এমন—
দুগ্ধ পোষ্য শিশু সনে বসাইয়া চারি বোনে
আনন্দে দিলেন বাঁধি বিবাহ বন্ধনে,
বৎসতরী যথা দেয় পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে।

কেন হেন অসময়ে ঘটালে আমার
বিবাহ ; নির্ব্বাণ অগ্নি জ্বলিল আবার !
কহিতে সরম পায় যাঁর সনে পরিণয়
পুত্রের সমান হায় রাখি তারে কোলে ;
হাসি পায়, হাসি কান্না দেখ এক স্থলে !

আবার লজ্জার কথা নারি বলিবারে,
আবার সে হাসি কান্না উপজে অন্তরে,
মরি পরিণয় রীতি ভাই বোনে জায়া-পতি !
এহতে লজ্জার কথা কি আছে ভারতে ?
ভারত ডুবিল ঘোর কলঙ্ক সাগরে !

উহু মরি কি যাতনা কহিব কেমনে ?
এ জীবনে মর্ম্ম ব্যথা রহিল মরমে।
মরিলে আবার যদি, জন্ম পুন দেন বিধি,
এই ভিক্ষা তাঁর কাছে যেন পুনরায়,
কুলীন তনয়া যেন না হইতে হয়।

জগদীশ দোষ আর দিব আমি কারে ?—
সকলই অদৃষ্ট ! জন্ম ভারতে আমার।
পূর্ব্বজন্ম পাপ হেতু, বেঁধেছি দুঃখের সেতু
কত দূর সুবিস্তৃত নাহি সীমা তার,
পৃথিবী সীমান্ত বটে, সে সেতু অপার !

আজীব যে মহাব্রত সুখ পরিণয়,
সে সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত আজ,—একিরে অন্যায় !
না হইতে ব্রতী ব্রতে উদ্‌যাপন সে মুহূর্ত্তে,
দেখ হে জগৎবাসী মেলিয়ে নয়ন,
যে দণ্ডে গ্রহণ সেই দণ্ডে উদ্যাপন !

ধন্য হে ঘটক শ্রেষ্ঠ বীর "দেবীবর",
বটে দেখায়েছ তুমি বীরত্ব অপার !
জনমে তোমার পৃথ্বী হয়েছেন কীর্ত্তিবতী,
যাবে রসাতল পৃথ্বী সহস্রেক বার
রহিবে তোমার কীর্ত্তি অজর অমর !

ভারত কুলীন কন্যা মন বেদনায়,
হাড় ভাঙ্গি আশীর্ব্বাদ করিবে তোমায়!—
ভারত রহুন বন্ধ্যা, চিরকাল র'ক সন্ধ্যা,
তবুও জঠরে তাঁর এহেন রতন,
আবার জনম যেন না লয় কখন!

(পাঠক!) পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর,
দেখ তন্ন তন্ন ক'রে আচার ব্যাভার
হেন দেশ ব্যাবহার কোথাও পাবে না আর
বিবাহে বৈধব্য দশা যত ললনার
"সধবার একাদশী" কুলীনের ঘর!

যেই পরিণয় পাশে হয়েছি বন্ধন,
না হলেই সুখী হ'ত অভাগী জীবন।
চির কুমারীর ব্রত, অধিক সুখের হ'ত
বিবাহে বৈধব্য দশা হ'ত না আমার?
পাংশু আচ্ছাদিত অগ্নি জ্বলিত না আর।

কদিন কৌলিন্য-রাহু বঙ্গ-সুধাকর,
গ্রাসিয়ে থাকিবে হায় রবে অন্ধকার?
বঙ্গের সৌভাগ্য শশী, নাশি ঘোর তমোরাশি
উদিত হইবে বঙ্গে আবার কখন?—
ব্রাহ্মণ কুলীন কন্যা করিবে উৎসব!

এই তো আমার দশা শতেক রমণী,
পতির উদ্দেশ নাই এবে ভিখারিণী !
প্রসূতি তনয় লয়ে, আছে পর পানে চেয়ে,
হয়েছে পরের অন্ন জীবিকা তাহার,
মরি কি দুর্গতি হায় কে করে নিস্তার !

কাঁদিতে ভারতে জন্ম না কাঁদিব কেন ?
একান্নার শেষ নাই যাবত জীবন,
কেঁদেছি মায়ের কাছে, কেঁদেছি পিতার কাছে,
কেঁদেছি ভেয়ের কাছে সভা গৃহে যার
বিধবার বিয়ে দিতে বক্তৃতা অপার !

কত আর সহিব রে এ পোড়া পরাণে !
কিছুই হবেনা আর কাঁদিলে এখানে ;
শিক্ষিত যুবকদল জিহ্বায় অনন্ত বল
কার্য্য কালে স্রোত হীন নদীর মতন,
চালাবে যেমন তরী চলিবে তেমন !

যত আছ এস বোন কুলীনের ঘরে,
চল চল চল যাই কামনা সাগরে.
মরিব কামনা করে, আর যেন জন্মান্তরে
কুলীনের মেয়ে হয়ে না আসিতে হয়,
না কাঁদিতে হয় আর মর্ম্ম বেদনায়।

# ভিক্ষা

ভারত উত্তর প্রান্ত করি অধিকার,
মেঘমালা ভেদ করি, দাঁড়ায়ে রয়েছ গিরি,
তোমার গরভ হ'তে পূত পয়স্বিনী,
প্রবাহিতা সুপ্রাচীনা কত প্রবাহিনী।

অনন্ত অনন্ত কাল ঐ এক স্থানে—
অনন্ত কালের তুমি, সমগ্র-ভারত ভূমি
নয়ন দর্পণে তুমি করিছ দর্শন
ভারতের ইতিহাস তোমার নয়ন।

গাও গিরি আর্য্য কীর্ত্তি ভারত প্রাঙ্গণে
অনন্ত গৌরব রাশি, কাল স্রোতে গেছে মিশি,
অনন্ত গভীর নাদে গাও সেই গান
ভারতে প্রচার হ'ক সেই অভিমান।

নব রসে আর্য্য কীর্ত্তি করহে কীর্ত্তন;
বাল্মীক, নিষধ, ব্যাস, ভবভূতি, কাল্লিদাস,
শান্তি রসে গাও মরি চৈতন্য সন্ন্যাস,
ধর্ম্মের যাজক সেই বুদ্ধদেব যশঃ।

আচার্য্য শঙ্করচিত্র শিখরে তোমার
রাখি, ভিক্ষা গিরিবর, দেখাও দেখি একবার,
ভারত ভাস্থক পুন সেই প্রেমরসে,
নির্ব্বিকারে মেতে যাক্ মনের উল্লাসে।

ধর্ম্মের আদর্শ চিত্র কুন্তীর নন্দন,
সুপবিত্র সুবিমল যাঁর আচরণ ;
খোদিত করিয়ে বুকে, রাখ হে যতনে লিখে
দেখিয়ে ভারতবাসী আচরণ তাঁর,
শিখিবে সে সুমধুর আচার ব্যাভার।

গাও গাও গিরিবর সে পবিত্র গান,
চিত্ররথ মহারণে, রক্ষা করি দুর্য্যোধনে
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব যথা হইল রক্ষণ,
ডুবায়ে বিস্মৃতি জলে শত্রুতা তেমন !

আজ যদি সেই ভাব থাকিত ভারতে ;
তবে কিরে আর্য্যজাতি নিবাত জ্বলন্ত ভাতি
এ হেন লাঞ্ছনা আজ কভু কি সহিত
ঘূরিত কি সূত্রবদ্ধ পুতুলের মত ?

বীররসে গাও গিরি আর্য্যের মহিমা,
বীরপ্রসূ ভারতের অক্ষয় গরিমা ;
ভীমার্জ্জুন ভীমবল, বীরত্ব আদর্শ স্থল
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা গাও ছাইয়া গগণ,
শুনুক ভারতবাসী মধুর কেমন।

অপ্রাপ্ত যৌবন বীর সুভদ্রাকুমার,
ভীম পরাক্রম বলে, দলিয়ে কৌরবদলে
নিয়তির কোলে শেষে লইল আশ্রয়,
বীররসে গাও সেই অভিমন্যু জয়।

রাজনীতি সুকুশল মধু নিসূদন,
যাঁর রাজনীতি বলে দলিয়ে কৌরব দলে
নিলেন বিজয় লক্ষ্মী কুন্তীর কুমার,
প্রচার সে রাজনীতি মন্ত্রীত্ব তাঁহার।

সে দিন চিতোরে যাহা করিলে দর্শন,
গিরি তব ধরি পায়, গাও গীত মধুময়
মধুরে গাইয়ে কর মধু বরিষণ,
রাজপুত রমণীর কীর্ত্তি বিবরণ।

জগত ললাম ভুতা আর্য্য রমণীর
আঁকিয়ে জ্বলন্ত মূর্ত্তি, দেখাও তাঁদের কীর্ত্তি,
দেখুক সে রমণীর দেশ হিতৈষিতা,
অঙ্কিত হউক হৃদে দেশের মমতা।

জ্বালাও সে চিতানল শিখরে তোমার
দেখাও জ্বলন্ত দৃশ্য ওহে গিরিবর,
দেও অসি করতলে, পবিত্রতা দেও ঢেলে
দিক্ ঝাঁপ বীরাঙ্গণা জ্বলন্ত অনলে,
দেখাও স্বাধীন-প্রাণ অনলের কোলে!

জগত-অমূল্য রত্ন ভারত-ভামিনী,
ভারতে দুর্দ্দিন হেরি, অলঙ্কার পরিহরি
ধরিল বিধবা বেশ যবন-সমরে,
আঁাক সে পবিত্র মূর্ত্তি তোমার শিখরে।

চড়ায়ে বিমান রথে দেবকন্যা সনে
আন সেই ভারতের বীরঙ্গণাগণে ;
তোমার শিখরে থাকি ভারতে বলুন ডাকি
"জীবনকর্ত্তব্য কাজ স্বদেশরক্ষণ
নহিলে নিরয়ে হবে অবশ্য গমন।"

---

## পর্ব্বত শিখরে

কে নারী বিষণ্ণ মনে নগেন্দ্রে চূড়ায় বসি,
কাদিছে রজনী দিবা, মলিন বিমল আভা
নয়নে ঝরিছে বারি ভাসায়ে দুকুল,
কে নারী কাঁদিছে মরি বিষাদে আকুল ?

দেখ্‌রে ভারতবাসী নগেন্দ্র চূড়ায়
কে কাঁদে করুণা করে, সদাই নয়ন ঝরে,
নয়ন আসারে বুঝি গঙ্গা বেগবতী
কে ধরিবে সেই বেগ ? আপনি জলধি।

গাইছে নির্জ্জন দেশে বসি একাকিনী—
"নয়নসলিলে লিখি দুঃখের কাহিনী
দিলাম জলধি তোরে গাওরে জগত ভরে
প্রচার জলধি মোর দুঃখের কাহিনী
গাওরে জলধি-নীর ভরিয়া ধরণী"

"গাওরে জলধি-নীর ভাসায়ে ধরণী,
আমার দুঃখের কথা আমার মরম ব্যাথা
গাওরে জলধি নীর ভাসায়ে ধরণী,
জানুক জগতে 'আজ আমি ভিখারিণী ! "

ধরায় ছিলাম আমি ভাগ্যবতী নারী ;
আমি বীর প্রসবিনী, বীরের জননী আমি
বীর প্রসূ আখ্যা মোর কলঙ্ক এখন
"উপাধি হয়েছে ব্যাধি" কে করে মোচন ?

"ব্যাধির ভীষক নাই জানিয়াছি সার ;
আর বীরপ্রসূ নই, কেন এ কলঙ্ক সই ?—
ডুবাই সাগর জলে কলঙ্কিত প্রাণ
কলঙ্কিনী আখ্যা হ'তে পাই পরিত্রাণ"।

"সন্তান-সুখ্যাতি শুনি প্রসূতির মন
আহ্লাদে নাচিয়ে উঠে,হৃদি যন্ত্র বেজে উঠে ;
শুনেছি সুখ্যাতি আমি ভরিয়া জীবন
কেমনে অখ্যাতি আজ করিব শ্রবণ !

"তোরা না ভারতবাসী দুরন্ত যবনে
বলেছিলি এক দিন গর্ব্বিত বচনে—
"ভারত শশ্মান হবে, মরু হ'য়ে পড়ে রবে
থাকিতে ভারতে এক বালিকা জীবন
পারিবে না স্বাধীনতা করিতে হরণ"।

"যে জাতির মুখে হেন গর্ব্বিত বচন,
করিত বস্তুতঃ কার্য্য কথার মতন,
আজরে তাদের দশা দেখিলে অনন্ত আশা
অনন্ত আকাশে হায় মিলে একেবারে,
ডুবে যায় নিম্নতম নিরাশা পাথারে !

"সে সব পূর্ব্বের কথা ক'ব আজ কারে,
কে শুনিবে কেবা আছে ভারতমাঝারে ?
আজ সে জাতির পরে অন্য জাতি দম্ভ করে
করিছে পাদুকাঘাত অম্লানে সহিছে,
আজ সেই ম্লেচ্ছ জাতি সগর্ব্বে বলিছে—
"পাদুকা মাথায় লও পদতলে পড়ে রও
দাসত্বে জীবন তব করহে স্বার্থক"
তোরা কি রে সেই হিন্দু ? পাদুকাবাহক ?

"দেখরে নয়ন মেলে একতা পতাকা তুলে
গাঁথিয়ে একতাসূত্রে স্বজাতি জীবন
সাজায় জনম ভূমি সুন্দর কেমন!"—

"থাকুক সাজান দূরে যা ছিল আমার
দিলি পরকরতলে, পড়ে আছি পদতলে,
পরহস্তগত আজ জীবন আমার!
হবে কিরে অবসান এদিন আবার!"

"যেই আমি এক দিন কোহিনূর শিরে,
পুত্ররত্ন লয়ে কোলে, হাসিতাম মন খুলে;
কোথা সে রতন মোর কোথা কোহিনূর
হারায়েছি সব আজ বিয়োগবিধুর!

"স্মরিতে পূর্ব্বের কথা কেঁদে উঠে প্রাণ!
বালক বালিকাগণ, শুনি অসি ঝন ঝন,
শুনি অশ্ব হ্রেষা রব সমর প্রাঙ্গণে
নাচিত মায়ের কোলে উৎসাহিত মনে!"

"কালের বিচিত্র গতি না জানি কেমন,—
আজ রে যুবক দল, শিশু হ'তে হীনবল!
ভয়েতে কম্পিত পক্ষীপক্ষবিধূননে,
যথা সরে কমলিনী কাঁপে সমীরণে!"

"যারে স্মৃতি কাজ নাই সে সব স্মরণে;
কাজ নাই এ জীবনে সাগর জীবনে
জুড়াই তাপিত প্রাণ,　　হ'ক দুখ অবসান,
কাজ নাই কলঙ্কিত জীবনে আমার
জলধি, তুমিই আজ নিয়তি আমার।"

অনন্ত রোদন ধ্বনি প্রতিধ্বনি সনে
ধ্বনিত হইল গিরি গুহা প্রস্রবণে;
নির্ভীক সুদৃঢ় কায়,　　করে অসি শোভা পায়
গিরি পাদদেশে যুবা চিন্তায় মগন,
অনন্ত রোদন ধ্বনি ধ্বনিল শ্রবণ।

গিয়েছে রাজত্ব ধন আত্মবন্ধুজন,
ছাড়িয়াছে সহোদর ভজিছে যবন!
তবুও সম্ভ্রম ল'য়ে,　　পথের ভিখারী হ'য়ে
আর্য্যের গরিমা হৃদে করিয়া ধারণ,
অসি হাতে বনে বনে করিছে ভ্রমণ।

তবুও গরিমা তার দেয় নাই ঢেলে
বিজাতি বিধর্ম্মী সেই ম্লেচ্ছ পদতলে,
উত্তপ্ত শোণিত যার　　কেমনে সে অত্যাচার
সহিবে সহিবে বল যবন শাসনে,
কেমনে হইবে রত যবন সেবনে?

তাই সে আশ্রয় করি অসি আপনার,
ভ্রমিছে কানন, গিরি, সাগর, প্রান্তর,
অবলা করুণাস্বর, পশিয়া শ্রবণে তার
বাজিল হৃদয়ে গুরু দারুণ প্রহারে
ঊর্দ্ধ নেত্রে চাহি যুবা দেখিল শিখরে,—

দেখিল রমণীমূর্ত্তি মুদিত নয়ন,
অজস্র বহিছে অশ্রু নাহি নিবারণ!
হৃদয়ের ব্যথা তাঁর,— নয়নের অশ্রুধার
হৃদয়ের ব্যথা তাঁর—মলিন বসন
হৃদয়ের ব্যথা—পদ নিগড়ে বন্ধন!

দুঃখের প্রতিমা হেরি হিমাদ্রিশিখরে,
নির্ভরি অসিরে ভেরী বাজায়ে সজোরে
বলিল যুবকবর— "একি আর্য্য ব্যবহার
কেমনে লজ্জার মাথা খাইলি সকলে?
ডুবাইলি আর্য্য কীর্ত্তি পঙ্কিল সলিলে!

বহে নাকি আর্য্য রক্ত হৃদে তো সবার?
যবন দাসত্ব বৃত্তি করিলি স্বীকার?
হও মন্ত্রী সুবেদার, হও রাজ রাজেশ্বর
তবুও দাসত্ব আখ্যা,—কলঙ্ক অপার!
হেলায় ডুবালি যশ কীর্ত্তি আপনার।

নাহি চক্ষু নাহি কর্ণ কোথা বুদ্ধি বল !
যে ভুজে শাণিত অসি, হাসিত সুহাস হাসি,
শাসিত অরাতি দল শোণিত লাঞ্ছিয়া,
রেখেছিস্ জ্ঞাতি বধে সে অসি শাণিয়া ?

ফেলে দাও কাজ নাই অসির ধারণ,
করিবে না অসি আর হস্তের শোভন,
দাসত্বে আহ্লাদ যার ? কি কাজ অসিতে তার ?
পাদুকা এখন তার হস্তের ভূষণ,
জীবনকর্ত্তব্য পর পদের সেবন !

পাবে কি জগতে স্থান রাখিতে কলঙ্ক ?
কথাছলে ইতিহাসে, সকলে বলিবে হেসে
আর্য্যকুল কুলাঙ্গার ইহারা সকলে ;
যাবেনা কলঙ্ক পূত সলিলে ধুইলে !

পড়েছিস্ ইতিহাস পড়ে কিরে মনে ?—
সতী দুর্গাবতী কথা অমৃত অক্ষরে গাঁথা
যে সতীর অসি বলে দুরন্ত যবন
গড়া রাজ্যে এক দিন হইল দলন !

আবার পড়ে কি মনে সে মধুর কথা,—
যশোবন্ত প্রণয়িণী বলে ছিল গর্ব্ব বাণী—
"সে নহে আমার স্বামী অন্য কোন জন
ভারতের যশোবন্ত এনহে কখন,—

ভারতের কীর্ত্তিবন্ত হ'ত যদি যশোবন্ত
তবে কি সে রণে পৃষ্ঠ দেখাত কখন ?
—নহে খলু যশোবন্ত অন্য কোন জন।

প্রকৃত যদ্যপি হয় যশোবন্ত অই,
কাজ কি তাহারে আর ? হউক সে সিন্ধুপার,
পশিব বিধবা বেশে যবন সমরে
কাঁপাব যবন দল ধরি অসি করে।"

যে জাতির রমণীর হেন আচরণ,
বীরত্বের লীলা ক্ষেত্র, দেবী সম পূজ্য পাত্র,
সে জাতির পুরুষের একি আচরণ !—
গভীর গভীর জলে সব নিমগন !

সেইত ভারত আছে সেই নদী জল
সেইত পর্ব্বত এই নাম হিমাচল
সেই চন্দ্র সূর্য্য তারা, সেই বংশোদ্ভব তোরা
সেইত সকল আছে একতা কোথায় ?
কে হেন রতনে বল হেলায় হারায়।

দেখ ভাবি সেই দিন যে দিন চিতোরে,
বালকের বাহুবলে, কেঁপেছিল ম্লেচ্ছদলে
কেঁপেছিল বসুন্ধরা যে কাল সমরে
যবন শোণিত রঙ্গে রঞ্জিল চিতোরে !

দেখ্‌ দেখ্‌ দেখ্‌ চেয়ে জননীর দশা
নাহি সেই ধন মান, পরি চীর-পরিধান,
দুঃখিনীর বেশে আজ হিমাদ্রিশিখরে !
অন্ন বিনা শীর্ণ দেহে আবদ্ধ নিগড়ে !

জাগরে ভারতে আছ যত নর নারী,
খুলি সুশাণিত অসি, কাটিয়া অনৈক্য ফাঁসি,
সম্মিলিত হও আজ ভ্রাতা ভগ্নীগণ
একতা সূত্রেতে গাঁথ স্বজাতি জীবন।

আত্ম হিংসা আত্ম দ্বেষ সমূলে নাশিয়া,
একতায় বাঁধি মন, কর সবে প্রাণপণ
রাখরে স্বজাতি-গর্ব্ব অভিমানে মাতি
ডুবাইয়া দেও জলে বিপুল অখ্যাতি।

সময় বহিয়ে যায়, কে বল ফিরায় তায় ?
প্রতিপলে আয়ু ক্ষয় হতেছে সবার,
সাধিবে কর্ত্তব্য তবে কবে বল আর ?

এস ভ্রাতা ভগ্নীগণ ভারত নিবাসী ;
একতায় বান্ধি মন কর সবে প্রাণপণ
একতা বিহনে হায় হারালি সকল,
কোথায় সে আর্য্য-বীর্য্য কোথা আর্য্য-বল ?

এই যে বিশাল বিশ্ব নাহি অন্ত আদি
দেখ্ দেখ্ কি সুন্দর, মরি বিশ্ব শিল্পকর
সৃজিলেন প্রতি গ্রন্থে একতা কেমন!
তাই এ অনন্ত বিশ্ব সুন্দর এমন।

বিশ্ব-শিল্পী বিশ্বেশ্বর কেমন কৌশলে,
চন্দ্র সূর্য্য অবনীতে, জীবগণ ধমনীতে
ডালে, গাছে, ফলে, ফুলে, একতা রাখিয়ে
সৃজিলেন ভূমণ্ডল দেখরে ভাবিয়ে।

ভাবিলে হৃদয় পূর্ণ আনন্দ সলিলে,
উথলিয়ে উঠে মন, যথা গিরি প্রস্রবণ,
ধায় মহাখর বেগে সাগর সঙ্গমে,
ধায় রে পাগল মন নাথের মিলনে!

হোথায় বিমানে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা,
হেথায় অবনী তলে, মরি কিবা সুকৌশলে,
একতা সুন্দর রাখি বিশ্ব শিল্পকার,
রচিলেন কি আশ্চর্য্য শিল্প চমৎকার!

বিটপীর শিরে ফল পড়িতেছে ভূমিতল,
ভূতলে বাষ্পের জন্ম উঠিছে আকাশে,
ধূমজ জলদে মরি আগুন বিকাশে!

দেখিতে বিভিন্ন জাতি সলিল অনল ;
কিন্তু সেই এক ধাতা, উভয়ের জন্ম দাতা,
অনলে সলিল মরি সলিলে অনল !
উভয়ে উভয়ে শত্রু এ উহার বল।

দেখাতে মানবে পথ, মরি মনোহর পথ
সাজাইয়ে রেখেছেন ধাতা এ প্রকার ;
সে পথে পথিক হও ত্যজিয়ে বিকার।

জাতি ভেদ যাও ভুলে, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল মিলে
ভারত গরিমা রাখ কর্ত্তব্য তোমার ;
জীবন্ত বিশ্বাস রাখ জগত পিতার।

জ্বালাও বিশ্বাস বহ্নি অন্তরে তোমার ;
হৃদয়ের স্তরে স্তরে, যে শত্রু বিরাজ করে
দ্বেষ, হিংসা, উপাড়িয়ে মানসিক বলে
প্রদান আহুতি সেই জলন্ত অনলে।

একতাই উন্নতির ভিত্তি দৃঢ়তম,
কেন ঠেলি পায় তারে, রাখিয়াছ এক ধারে,
কেন সহ অত্যাচার বিহনে তাহার ?
নীরব রোদন কেন করিয়াছ সার ?

যে ভারত এক দিন একতার বলে
রেখেছিল করতলে, কুমারিকা হিমাচলে

আজ সে ভারত হায় পর পদতলে
বিদলিত বিচূর্ণিত খেদে প্রাণ জ্বলে !

এ দুর্দ্দশা কেন বল ভারতের আজ ?—
দ্বেষ, হিংসা, নাস্তিকতা, জাতিভেদ, কুটিলতা
বিরাজে প্রত্যেক মনে ভারতবাসীর,
তাই না প্রভাতে তার নিশি সুগভীর !

হীন বল হইয়াছে ভারত ধরমে,
বিধেঁছে অধর্ম্ম শূল ভারত মরমে,
তাই সে একতা নাই, যে দিকে ফিরিয়ে চাই
কিছুই লাগেনা আর তেমন মধুর,
সমস্ত ভারত যেন বিয়োগ বিধুর !

কিসে যে ভারত দশা হইল এমন ;
কি যে হারা হয়ে তারা, হইয়াছে দিশে হারা
জানিয়াও নাহি জানে, তাই শূন্য মনে
চাহিয়া রয়েছে তাই পর ভাগ্য পানে !

এখন এখন জাগ ঘটিবে মঙ্গল ;
শত সূর্য্য প্রভাবলে, আবার অবনী তলে
ভাতিবে ভারত ভাতি আবার আবার,
রবেনা ভারতে হেন গভীর আঁধার !

বৈবাহিক মিলনেতে একতা ঘটন,
সার নীতিগর্ভ বাক্য শাস্ত্রের লিখন ;
ছিল তাই পুরাকালে,—কুমারিকা হিমাচলে
ছিল বাঁধা পরিণয়ে মিলি একতায়,
বিশাল ভারত ছিল সুখের আলয়।

ব্রাহ্মণ চণ্ডাল শূদ্র ক্ষত্র বৈশ্য যত,
পরস্পরে পরিণয় সংস্কার হ'ত ;
মরি কি সুন্দর প্রথা, পরস্পরে মনোগাঁথা
ধন্য সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ
ধন্য সুকৌশল ঐক্য করিতে স্থাপন !

পুরাণ প্রসঙ্গ কত, কিম্বদন্তী শত শত,
জীবন্ত প্রমাণ এর জ্বলন্ত অক্ষরে
বুঝিয়াও না বুঝিনু সুধু দেশাচারে !

ধন্য দেশাচার তব সামর্থ অপার,
বিশাল ভারতক্ষেত্র আয়ত্ত তোমার !
সে দিনের বাকি কত ?— তুমি হবে পদানত,
শাসিবে তোমারে পুনঃ ভারতের নরে,
আসিবে আসিবে কিরে সেই দিন ফিরে ?

যদিও কালের স্রোতে গিয়াছে মিলায়ে,
এখন এখন পণ কর, হয়ে সংঘটন,

চালাও পূর্ব্বের প্রথা জাতি ভেদ ভুলে,
অকুল পাথার হতে যেতে পাবে কুলে।

যদি সে বিবাহ প্রথা চলেরে এখন,
মরি কি সুখের হয় তবে কারে করি ভয়
আবার ভারত হয় সুখের নিলয়,
আবার ভারতে সূর্য্য হয়রে উদয়!

বাঙ্গালীর সনে যদি মিলে শিক দল,
শিকের অমিত বলে, বাঙ্গালীর সুকৌশলে
মুহূর্ত্তে দলিবে পৃথ্বী, আকাশ, পাতাল,
অচল হিমাদ্রি সম রহিবে অটল!

যাক যাক এক দিকে সমস্ত জগত,
বাঙ্গালীর বুদ্ধি বল শিকের শরীর বল
হ'ক আজ এক স্থানে, জগত বিজেতা
হইবে ভারত তার কে করে অন্যথা?

রাজপুত শিক-সিংহ বাঙ্গালী নিচয়,
জাতি ভেদ পরিহরি, এক ধর্ম্ম লক্ষ্য করি,
পরিণয়ে প্রীতিকর প্রত্যেক জীবনে,
আবার মঙ্গল হ'ক ভারত শ্মশানে।

সাহিত্য, গণিত, ন্যায়, দর্শন, ভূগোল,
যাহার গরভ হ'তে হয়েছে প্রসূত,

উর্ব্বরা শকতি যাঁর,　ব্যপ্ত বিশ্বচরাচর,
যাঁর ধনে ধনী আজ সমগ্র ভুবন,
সে আজ অন্নের তরে করিছে রোদন।

যেই ব্যোমযান হেতু গর্ব্বিত পশ্চিম,
শিল্পময়ী এভারতে,　ছিল নাকি কোন কালে
এই হেন ব্যোমযান?—অতি পূর্ব্বকালে
শূন্যেতে চলিত রথ অধিক কৌশলে!

ভারতে একতা বল ছিল যত দিন,
ছিল শান্তি ছিল সুখ,　চাহিত না পরমুখ,
পর ভাগ্য উপজীবি ছিল না কখন
কলুষিত হয় নাই দাসত্বে জীবন!

ভাবি দেখ সেই দিন—সে অশুভ দিন—
যেই দিন এ ভারত,　হল পর হস্তগত—
পরকর শৃঙ্খলিত হইল যে দিন
ভারত উজ্জ্বল রবি হইল বিলীন!—

সহজে যবন কিরে নিতে পেরেছিল
ভারতের স্বাধীনতা,　একতা শৃঙ্খলে গাঁথা,
সহজে কি টলেছিল ক্ষত্রিয় চরণ?—
কৌশলে নিলরে হরি দুরন্ত যবন।

কৌশল সামান্য নহে,—ভারত আলয়ে
দিয়েছে বিদ্বেষ-অগ্নি কৌশলে জ্বালায়ে !
কুক্ষণে ভারতবাসী, ভ্রাতার হৃদয়ে অসি
মর্ম্মভেদি আঘাতিলে মোহ অন্ধকারে,
আগুন জ্বালালে স্বর্ণ ভারত সংসারে !

স্বধু অনিষ্টের হেতু বাঁধিলে দুঃখের সেতু
সাধকরে দিলে হাত জ্বলন্ত অনলে
ভাবিলে না ভবিষ্যত তিলেকের তরে !

যদি না মিলিতে সবে যবনের সনে
শিথিল না করে দিতে একতা বন্ধনে;
রাজপুত অসি-বলে যেত ম্লেচ্ছ রসাতলে
তর্পণ করিত হিন্দু যবন শোণিতে;
লঙ্ঘিতে ভারত বল কে আছে জগতে ?

সমান অবস্থা যদি হয় সবাকার
একতা প্রশস্ত পথ হয় পরিষ্কার ;
আজ এ ভারতে ভাই ঘটনা হয়েছে তাই
প্রান্ত হ'তে দেখ প্রান্ত ভারত ভূমির
একই দুখে ভারতের বহে অশ্রুনীর !

যাক্ প্রাণ অনশনে সহ তা অম্লান মনে
তবু পর প্রত্যাশায় জীবন তোমার
করিও না কলুষিত আর্য্যের কুমার।

বরঞ্চ ত্যজ এ প্রাণ ভুলিও না পূর্ব্ব মান
অভিমানে পূর্ণ কর মানস তোমার,
ভারত শশ্মানে হ'ক মঙ্গল আবার।

উত্তরে হেমন্ত গিরি দক্ষিণে তুঘাট গিরি
কটিদেশে বিন্ধ্যাচল ত্রিদিকে সাগর,—
—পরিখা সাগর যার প্রাচীর ভূধর
চন্দ্র সূর্য্য বংশ যারা সেনানী মণ্ডল তারা
প্রকৃতি স্বহস্তে যাঁরে করিছে রক্ষণ,
হেন দেশ পরাধীন ললাট লিখন!

## জাগ্রত স্বপ্ন।

মরি কিবা সাজিয়াছে যামিনী রূপসী,
সীমন্তে সিন্দূর বিন্দু শোভে পূর্ণ শশী,
হৃদয়ে হীরার হার তারকা নিচয়,
বিজন করিছে ধীরে দক্ষিণ মলয়,
চন্দ্রিকা বসনে ঢাকা চারু কলেবর,
চকোর চকোরী নৃত্য করে অনিবার,

পাদদেশ ধৌত করি বহে স্রোতস্বিনী,
হাসিয়ে মধুর হাসি করি কুলধ্বনি,
অনুচ্চ রবেতে গঙ্গা গায় সুমধুর,
তানপুরা ছাড়ে ঝিঝি রাখিবারে স্বর।
মাতিয়া যৌবন মদে পুণ্য স্রোতস্বতী,
ধাইছে পতির পানে খরতর গতি ;
পতি প্রেম আশে যার ধাইয়াছে মন,
সেই মনে বাধা দেয় কে আছে এমন ?
পবিত্র প্রণয়বেগ যাহার অন্তরে
হইয়াছে প্রবাহিত, জগত মাঝারে
সেই জানে প্রেমাবেগ প্রবল কেমন,
কেমন অস্থির ভাবে করে সে গমন !
প্রবল গঙ্গার স্রোত পতিপ্রেম ভরে,
মৃদুল মলয়ানিল কি করিতে পারে ?
বিদ্রুপিয়া অনিলেরে তরঙ্গ তুলিয়া,
তারকা প্রতিভা হার গলায় পরিয়া,
নাচিতে খেলিতে বহে পুণ্য প্রবাহিনী
মরি কি রূপের ছটা ভুবনমোহিনী।
খচিত আকাশ বিম্ব নীলাভসলিলে
কে রাখিল মরি মরি মরি কি কৌশলে !
যে সৃজিল প্রকৃতিরে করিয়ে সুন্দর,
না জানি সে কারু রূপ কত মনোহর !
বাঞ্ছা তারে একবার করি দরশন,

কেমনে দেখিব পাপে অন্ধ যে নয়ন!
বহিছে নীহার ছলে প্রেম বারি তাঁর,
তারা চন্দ্র প্রকাশিছে অস্তিত্ব তাঁহার;
প্রত্যেক প্রকৃতি পত্রে সে নাম অঙ্কিত
হেরিলে হৃদয় মন হয় বিমোহিত!
রজনী কোমল অঙ্কে জগত ঘুমায়,
হইয়াছে চরাচর যেন শান্তিময়!
জ্বালায় জ্বলিছে যার হিয়া নিরন্তর,
হেরিয়ে পিতার কীর্ত্তি জুড়াক অন্তর।
এ হেন নিশীথ কালে যুবা একজন,
প্রবাহিনী তীরে বসি চিন্তায় মগন;
ভাবিছে যুবক—"এই সুবিপুল ভবে
"সবাই প্রফুল্ল আহা মানের গৌরবে;
"স্বাধীন কানন-পশু, কাননের পাখী,
"ভারত সুধুই ভবে আজীবন দুখী!
"বিদেশী বণিক এসে বাণিজ্যের তরে,
"কাচ বিনিময়ে নিল ভারত জহরে!
"জ্ঞান রত্ন, ধন রত্ন, বুদ্ধি, বিদ্যা যত,
"সবার জননী ছিলে সোণার ভারত!
"উপাধি হয়েছে ব্যাধি জননী তোমার,
"আমোদ আহ্লাদ নাই সুধু হাহাকার!
"উদরে নাহিক অন্ন গায়েতে বসন,
"সার করিয়াছ সুধু নীরব রোদন!

"আফ্রিকার মরু ক্ষেত্র, লাপ্‌লণ্ডের শীত
"স্মরিলে হৃদয় ভয়ে হয় বিকম্পিত!
"প্রকৃতি মলিন, তবু ভিতরে তাহার
"আছয়ে মধুর হাসি সুখের আধার,
"কিন্তু মনোহর সাজে প্রকৃতি তোমায়,
"সাজায়ে রেখেছে, তবু শোক দুঃখময়!—
"কাজ নাই কলুষিত সংসার জীবনে,
"ভ্রমিব স্বাধীন ভাবে গিরি গুহা বনে,
"জননী ধরণী অঙ্ক হইবে শয়ান,
"হইবে বৃক্ষের মূল শিরে উপাধান,
"সুরস সুপক্ক ফল ঝরণার জল,
"আহার পানীয় দুই করিব সম্বল,
"প্রতিধ্বনি পশু পাখী হবে সহচর,
"তারাই হইবে মম কথার দোসর!"

নিমীলিত আঁখি ঘোর চিন্তায় মগন—
গভীর মধুরস্বরে, সে নির্জ্জন নদীতীরে
নৈশ সমীরণ সনে মিলাইয়া স্বর
বলিল কামিনী কণ্ঠে——"শুন পান্থবর——

"ভাসাও প্রতিজ্ঞা তব স্রোতস্বতীনীরে
"প্রতিজ্ঞায় বাঁধ মন যাও ঘরে ফিরে;"
পলকে যুবক দেখি, আবার মুদিল আঁখি,

কামিনী যুগল রূপ ধাঁধিল নয়ন,
অদৃশ্য মধুর বাদ্যে ছাইল গগণ !

সভয়ে দেবীরে যুবা সুধিল তরাসে,—
"প্রনমি জননি আমি, কোথায় যাবে মা তুমি ?
কেবা হেন ভাগ্যবান আছে এ ভারতে,
পরিচয়ে তৃপ্তিকর কৌতুহল চিতে।"

"কিবা দিব পরিচয়, যুবক তোমায়,
বিনা যত্নে নাহি যাই কাহার আলয় ;
যে ডাকে যতন করে, যাই মোরা তার ঘরে,
চিরকাল ভ্রমি এই সংসার কাননে,
যতনের ধন মোরা যাই অযতনে।"

"বিশাল ভারত ক্ষেত্র ছিল এক দিন
আমাদের বাস ভূমি; জাননা যুবক তুমি,
ভারতের ইতিহাস পড়নি কখন ?
কি ছিল ভারতবর্ষ আজ্‌বা কেমন !"

"যে দিন আত্মীয়ভেদ হইল ভারতে,
কলুষিত হ'ল অসি জ্ঞাতির শোণিতে !
পাপেতে পূরিল রাজ্য দ্বেষাদ্বেষ অনিবার্য্য,
পশিল যবন সেনা যে দিন ভারতে;
চঞ্চলা হয়েছি মোরা সে দিন হইতে।"

"কিছু কাল ছিনু মোরা ভারত অদূরে,
এখন সাগর পার দূর দূরান্তরে!
আইনু দেখিতে এবে, ভারত সন্তান সবে,
আত্মীয় স্বজন সনে আছে কোন্ ভাবে,—
মিত্র কিম্বা শত্রু ভাব স্বজাতী স্বভাবে।

"দেখিয়ে ভারত সুখী হইনু এখন,
একতার সুত্রপাত হয়েছে নূতন!
ভারতের আর্য্য জাতি, আবার ভাতিবে ভাতি,
যে দিন ধর্ম্মের স্রোত বহিবে সমান,
যে দিন ভারত হবে একটী পরাণ।"

"অধর্ম্মে যে হতবল ভারত সন্তান;
এক ধর্ম্ম লক্ষ্য করি, জাতি ভেদ পরিহরি,
একমন্ত্রে মন্ত্রঃপুত হবে যেই দিন,
সেদিন ঘুচিবে বাছা ভারতদুর্দ্দিন।"

"ভারতরমণী কোপে সোণার ভারত,
গেল গেল রসাতল, সেই শাপে হত বল,
ভারতের হেন দশা সুধু সে কারণ,
কোথা আছে রমণীর দুর্দ্দশা এমন!"

"বটে বটে পূর্ব্বগর্ব্ব উন্নতি কারণ,
সে দোহাই দিলে আজ কে করে শ্রবণ?

ঔরষে জনম যার, ছিলেন সুকর্ণধার,
উত্তাল তরঙ্গে হা'ল ছাড়িলে তা বলে,
নিশ্চয় ডুবিবে তরি তরঙ্গের বলে!"

সে দোহাই ভুলে যাও সমুখে তোমার,
ধরিয়ে সজোরে হা'ল, তুলিয়ে দিয়েছে পা'ল
উত্তাল তরঙ্গে, বুক বাঁধিয়ে সাহসে,
তুমিও সাহস কর হেরি সে সাহসে।

"অবশ্য জমিবে পাড়ী দুস্তর সাগরে,
যে মুখে আগের তরী, সাহসে ধরেছে পাড়ী,
তুমিও ধরিয়া দাও পশ্চাতে তাহার;
ভুলে যাও ছিল তব পিতা কর্ণধার।"

"উঠহে যুবক, যাও গৃহে ফিরে যাও,
একতায় বাঁধ মন, হও সবে সম্মিলন,
স্ত্রী পুরুষে এক হয়ে কর পণ প্রাণ,
হবে পূর্ণ মনোরথ পাবে পরিত্রাণ।"

"এই যে সঙ্গিনী মম, চির সহচরী,
যেখানে দেখিবে মোরে, সেখানে পাইবে এরে
লক্ষ্মী নামে আখ্যা এর ব্যাপ্ত বিশ্বময়,
বাণিজ্যে যাঁহার স্থিতি আলস্যেতে লয়।"

স্বর্গীয় রমণী মূর্ত্তি মিলিল আকাশে—
আকাশে মিলায়ে গেল, সঙ্গীত ফুরায়ে গেল,
যেমন যুবক সাধে মেলিল নয়ন
অমনি ভাঙ্গিল তার জাগ্রত স্বপন।

## কে তুমি!

কে তুমি?—কল্পনা রূপী বিশ্ব বিমোহিনী,
কল্পনা কাননে রও,
কল্পনায় কথা কও,
কল্পনায় পাওয়া ভার,
কিসের কল্পনা তার?
কবি কল্পনায় তুমি কর বিমোহিত,
কল্পনা অতীত তুমি চিন্তার অতীত!

তুমি নিদ্রা সহচরী,—নিদ্রিতে হাসাও;
মুহূর্ত্ত না হতে গত,
কান্দাও আবার তত;
হাসি কান্না একস্থানে
কেবল একত্রে আনে,
আছে কি ধরায় হেন একটী জীবন,
তুমি যাহা পার তাহা করিতে গঠন?

নিদ্রাকোলে শিশু শুয়ে থাকে যে সময়,
কখন নয়ন মেলে,
কভু হাসি ভরা গালে,
কখন শিহরি উঠে,
কভু বা কান্দিয়া উঠে,
"দেখালা" সবাই বলে দৃশ্য চমৎকার !
তুমি না লো কুহকিনি নিদান তাহার ?

কল্পনা কাননে তুমি বিশ্ব বিমোহিনী,
যুবক যুবতী সনে,
অঙ্গে অঙ্গ পরশনে,
নিদ্রার কোমল কোলে
শুয়েছে সংসার ভুলে !
সেখানে বিরহ-বিষ করিয়া সৃজন
জ্বালাইছ মন সাধে দম্পতীর মন !

এ আবার কোন্ লীলা অয়ি লীলা ময়ি !
বিরহীরে তন্দ্রা বেশে,
রাখি প্রিয়তম পাশে,
দেখাও সে চাঁদ মুখ,
প্রদান বিমল সুখ,
ভুবন ভুলাও তুমি ভুবন মোহিনি !
কল্পনা অতীত তুমি কল্পনা রূপিনী !

কে তুমি, ললনে, সুখ দুঃখের প্রতিমা ?—
পুত্রবতী জননীরে,
পুত্রশোক-পারাবারে,
ডুবায়ে, নিশ্বাস তার
কর রোধ, চমৎকার !—
শোকাতুরা জননীরে তুমি না আবার,
ভাসাও আনন্দে পুত্র কোলে দিয়ে তার ?

অজ্ঞানে জ্ঞানের দীপ দেও জ্বালাইয়ে,
থাকে না নিদ্রার ঘোর,
হর নিদ্রা হয়ে চোর,
দিব্য চক্ষু দিয়ে তারে,
দেখাও আঁধার ঘরে,
শ্রীমান আলেখ্য কত সুখ দুখময়,
মরিচীকা পেয়ে লাজ সুদূরে পলায় !

কে তুমি ?—তুমি না সেই স্বপ্ন কুহকিনী,-
প্রিয় নিদ্রা সখী সনে,
পশিয়ে জীবের মনে,
ডুবাও দুখের নীরে,
ভাসাও সুখের সরে,
মিথ্যারে সাজাও তুমি সত্যের আকারে,
কুহকে ভুলাও শিশু যুবা নারী নরে !

# বন্ধুর উপদেশ।

দুর্ল্লভ মানব জন্ম এ জগতী তলে
লভিয়াছ, মিত্রবর, কত পুণ্যফলে ;
কত যে কর্ত্তব্য তব, দিয়াছেন ভব ধব,
হয় না শকতি সেই কর্ত্তব্য সাধনে,
আজন্ম মরণ যদি কর প্রাণপণে।

যে দিন মঙ্গলময়, সখাহে, তোমারে,
সৃজিলেন জননীর জঠর মাঝারে,
কাম ক্রোধ লোভ মনে, মিলাইয়া একস্থানে
সঙ্কীর্ণ মানস ক্ষেত্রে করিয়া যতন,
করিলেন সদ্‌গুণের অঙ্কুর রোপণ।

মানব জীবন সুধু পরীক্ষার স্থল,
সংসারে পরীক্ষা হেতু জ্ঞান বুদ্ধিবল ;
জ্ঞানের আধার তুমি, আয়ত্ব জগত ভূমী ;
জগতে রাজত্ব তব,—মানব-জীবন ;
কই করিতেছ তার কর্ত্তব্য সাধন ?

দয়ার আদর্শ হবে তোমার জীবন,
পর উপকারে দেহ হইবে পতন ;

তোমায় আদর্শ করি সংসার সাগরে তরি,
ভাসাইবে কত জন কর্ত্তব্য সাধনে,
গঠিত করিবে মন তোমার গঠনে।

সুরা পাপ প্রবাহেতে ঢালিয়া জীবন,
তাই কি করিছ তব চরিত্র গঠন ?
পড়িয়া বিষম ভ্রমে, মজিলে সুরার প্রেমে,
ভুলিয়া জগত প্রেমে কি কাজ করিলে,
অর্থদিয়া অনর্থেরে কিনিয়া আনিলে !

মজিয়া সুরায় সখে কি কাজ করিলে ;—
ইহকাল পরকাল দুই মজাইলে।
স্ব চরিতে ব্যাভিচার, কি আছে কলঙ্ক আর ?-
রমণী সতীত্ব রত্নে কালী মাখাইলে !
নরহত্যা ভ্রূণ হত্যা পাপেতে ডুবিলে !

পূর্ণানন্দ পূর্ণ চন্দ্র শিশু যে তোমার,
অনশনে হইয়াছে শীর্ণ কলেবর !
মদে মত্ত নিরন্তর, ভাবনা যে একবার;
শিশুটীর হিতাহিত নিহিত তোমায়,
তাহার উন্নতি পথে তুমিই আশ্রয়।

তোমার জীবনে তার জীবন গঠন,
তুমিই জগতে তার সুহৃদ, জীবন,

তোমায় আশ্রয় করি, সংসার সাগরে তরি
ভাসাবে প্রকৃতি সিদ্ধ নিখিল সংসারে,
এই কি দৃষ্টান্ত তার দেখাইছ তারে ?

লঙ্ঘিয়ে ধর্ম্মের কটি অধর্ম্মে পড়িলে,
জাননা বিচার আছে ধর্ম্ম করতলে ;
পর দ্বারে রত মন, বেশ্যাবৃত্তি অনুক্ষণ ;
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি বলে পুরাণ ?—
শুনিলে জীবন তব হবে অন্তর্ধ্যান !—

লোহার রমণী গড়ি, পোড়ায়ে অনলে,
অর্পিত হইবে তব সুকোমল কোলে ;
সুখে আলিঙ্গন করি, মর্ত্ত্যের মত্ততা স্মরি
কান্দিয়ে অজশ্রু-ধারে পুড়িবে অনলে,
দেখিবে এ বিষ বৃক্ষে কিবা ফল ফলে !

করিয়ে পাশবৃত্তি চরিতার্থ আজ,
ভুলিলে সারত্ব ময় জীবনের কাজ ;
আপাত সুখের হেরি, ধর্ম্ম পথ তুচ্ছকরি
মজিয়ে সুরায় হায় কি কাজ করিলে,
সুধা মাখা ধাতা প্রেমে অবাধে ভুলিলে ;

সমাজ সহস্র মুখে কি বলে, বারেক
হয় না তাহাতে তব ঘৃণার উদ্রেক ?

ঘৃণা লজ্জা পরিহরি, কুপথ আশ্রয় করি,
দিয়াছ পাপের স্রোতে ঢালিয়া জীবন,
অনন্ত সুখের তরি করিলে মগন।

থাকিতে প্রদীপে তেল প্রমত্ত অনিলে,
নিবায় প্রদীপ ভাতি, তেমনি জীবন ভাতি
হয়ে যাবে নির্ব্বাপিত, নাহি নিবারণ,
পাপের প্রমত্ত ঝড় বহে অনুক্ষণ !

তপ্ত স্বর্ণনিভ কান্তি ছিলযে তোমার,
কে হরিল ?—করিয়াছে সুরা অধিকার !
যকৃতে উদর মোটা, নাহি সে বুকের পাটা
যষ্টিভারে দেহ ভার করিছ বহন,
সুরার চরম ফল এইত এখন !

যোড় করে যে তোমায় করিত স্তবন,
সে আজ স্ব পদে তোমা করিছে দলন,
যে জ্ঞানের বলে তুমি, শাসিবে সংসার ভূমি,
পাইবে অনন্ত রাজ্য যে জ্ঞানের বলে ;
সব হরিয়াছে সুরা কুহকের বলে।

নাই সে জ্ঞানের জ্যোতি অন্তরে তোমার,
নাহি শক্তি ভাল মন্দ করিতে বিচার ;

তাই ব্যাভিচারে রত, নরহত্যা কত শত
করিতেছ অবিরত পাপ প্রলোভনে,
কর্ত্তব্য সাধিছ পাপ কার্য্যের সাধনে!

জাননা যে একদিন অনুতাপানলে,
দহিতে হইবে সেই প্রায়শ্চিত্ত কালে;
কিবা আর বাকীতার?— উপস্থিত সেই কাল,—
হইবে অকাল মৃত্যু নিশ্চয় তাহার,
দিবস রজনী সুরা সহচরী যার।

ধিক্‌রে মাতালে ধিক্‌ ধিক্‌ শত বার,
দায়িত্ব নরের যত, কিবা তাহে তারমত,
কি ভেদ জীবনে তার পশুর জীবনে?—
পশুত্বও নাই তার মানব জীবনে?

কি আশ্চর্য্য সুরে, তোর রূপ বিমোহিনী!
আকৃতি তরল বটে স্বভাবে পাষাণী!
যাহার হৃদয় খানি, ছিল যে দয়ার খনি
মজিয়ে তোমার প্রেমে আজ সে পাষাণ,
হরিয়াছ তুমি তার দয়া ধর্ম্ম জ্ঞান?

তুমি কিহে সেই জন সেই সখা মম,—
পাপাত্মা পামর দলে মিলি, কত জনে ছলে
লইতে পাপের পথে করিত যতন,
তুমি না বলিতে কত নৈতিক বচন?

তুমি কিহে সেই জন সেই সখা মম,—
কত যত্নে পাপপথে শিখাইলে কাঁটা দিতে
তুমি না আমার সেই সখা প্রিয়জন
সুপথে ফিরালে কত করিয়া যতন !

তব সেই সুধামাখা উপদেশ বলে,
ত্যজিয়াছি পাপরূপী দুরন্ত গরলে ;
এ কথা কহিব কারে ? ভাবিতেও অশ্রু ঝরে,
আপনার উপদেশ করহ গ্রহণ,
পূর্ব্ব স্মৃতি একবার কর আলোচন।

কত যে সারত্বময় তব উপদেশ,
আজ বুঝিলাম সখে, তোমার অবস্থা দেখে,
তুমি মম উপদেষ্টা, তুমিই প্রমাণ,
জানিয়ে ঘটালে কেন সখে, অকল্যাণ।

করে ধরি সখে তব করিছি মিনতি,
পাপের প্রমত্ত বলে, কত কাল রবে ভুলে ?
প্রেম কর ধর্ম্মসনে শান্তির আধার,
অশান্তিতে দাও কেন শান্তির সংসার ?

করে ধরি সখে তব মিনতি আমার,—
দিয়ে সখে প্রাণমন, কর ধর্ম্ম উপার্জ্জন,
পূর্ণ হ'ক সখে তব শান্তি নিকেতন,
সুখে উপভোগ কর জীবনমরণ।

## ঘুমন্ত নিশীথে।

অস্তগত হল রবি, আবার নূতন ছবি
ধরিয়ে প্রকৃতি সতী জগমন মোহিল।
হাসিল কুমুদী সরে, কমলিনী মানভরে,
পতির বিরহদুখে মুখ ঢাকি কাঁদিল!
চক্রবাক্ চক্রবাকী, রজনী আগতা দেখি,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, ছাড়া ছাড়ি হইল।
এক বৃক্ষে দুই জনা, বিধির কি বিড়ম্বনা!
এ হেরে উহার মুখ কাছে নাহি যাইল!
গাইয়ে বিবিধ তালে, সাড়া দিয়ে সঙ্গীদলে,
নীড়পানে বিহঙ্গম ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িল।
মিলায়ে মধুর তানে, সুগভীর গরজনে,
উৎসাহিয়ে মনপ্রাণ ঝাঁঝ শঙ্খ বাজিল;—
আরতির কিবা স্বর, মরি মরি কি মধুর?
যে শুনিল সে বুঝিল কি মধুর গাইল;
হৃদয়ের তারে তারে, ভক্তিরস গান করে;
আরতি মধুর স্বর কে সৃজন করিল!
সেজ বাতী হাতে লয়ে, ঘরে ঘরে ফিরাইয়ে,
বঙ্গের সুশীলা বালা জয় ধ্বনি করিল।
এক, দুই, তিন, চারি, আর না গুণিতে পারি,
সহস্র সহস্র তারা নভোদেশে জুটিল;

হাসিতায় সুধাকর, বিতরিয়ে সুধাকর,
তারা মাঝে মনোহর রূপরাশি ভাতিল !
কুসুম উদ্যান চারু, লতা গুল্ম বন তরু,
নূতন জীবন যেন আরবার পাইল !
করি মৃদু কলধ্বনি, প্রবাহিত স্রোতস্বিনী,
তারকা প্রতিভাহার হৃদয়েতে পরিল !
বাদুড় বাদুড়ীসনে, আহারের অন্বেষণে,
ছাড়ি নিজ বাসস্থান ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িল।
চকোর চকোরীসনে, আনন্দ উৎফুল্ল মনে,
পিয়ে সুধাকরসুধা, কত খেলা খেলিল।
ফুটিল রজনীগন্ধ, বহি বায়ু মৃদুমন্দ
বিতরি মধুর বাস দশ দিক পূরিল।
আবেশে নিদ্রার কোলে বিশাল মেদিনী দোলে,
দেখিতে দেখিতে ধরা নীরবেতে ঘুমাল।
নীরবে ঘুমাল ধরা, নাহি শব্দ নাহি সাড়া,
নীরবে প্রকৃতি সতী একাকিনী হাসিল ?
সুধু পাখী, শাখা পরে, পক্ষ বিধুনন করে,
সুমিষ্ট মধুর রবে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিল।
নায়ক নায়িকা তরে, চোর চৌর্য্য বৃত্তিতরে,
সাধিতে আপন কাজ চুপে চুপে চলিল।
গ্রাম্য-মৃগ থাকি থাকি উঠিছে বিকট ডাকি,
অসৎ, অসতী, চোর হৃদে ভয় জাগিল !
নিদারুণ কালে যার, হরেছে হৃদয় হার,

ভারত বিধবা নেত্রে অশ্রুবারি ঝরিল !
পুত্রশোক শেল আর বিন্ধেছে হৃদয়ে যার,
হৃদয় উচ্ছ্বাসে সেই অভাগিনী কাঁদিল।
এমন নিশীথে বল, নয়নেতে অশ্রুজল
আর কার ?—যার হৃদে নিদারুণ বাজিল,—
যৌবন না হ'তে গত, হৃদয়ের মনোমত
কুসুম কোরক যার কালকীটে কাটিল !
শৈশবে যাহার সনে, কল্পিত বিবাহাসনে,
বসিয়া পবিত্র মনে কত খেলা খেলিত,
কিশোরে চঞ্চলা বালা, স্মরিয়ে বাল্যের খেলা,
সভয়ে সভয়ে কভু কাছে আসি বসিত,
যৌবনে জলধি জলে, অনন্ত তরঙ্গ দলে,
লাজভয় বিসর্জ্জিয়া সপেছিল আদরে ;—
সে সব সুখের কথা,— আজ মরমের ব্যাথা
হৃদয় ভাঙ্গিয়া যার লাগিতেছে অন্তরে,
সেই যুবা কাঁদে আর প্রণয়েরি আদরে !!

---

## ইলবার্ট বিল।

ভগিনী ভারতেশ্বরী বিলাত বাসিনী,
অভাগীর মন ব্যাথা, জানাইব আর কোথা
কে আছেরে অভাগিনী সমান দুখিনী ?—
সাত শত বর্ষ আজি পরভাগ্যাধিনী !!!

স্বদীর্ঘ সময়, বোন, যবনের করে,
সহিয়াছি কত জ্বালা যন্ত্রণা অন্তরে ;
নিদয় যবন যত, যন্ত্রণায় অবিরত
দিয়েছিল হৃদি মম করিয়া পাষাণ,
ছিল না হৃদয়ে বোধ মড়ার সমান !—

ছিল না বিচার, বিধি, ছিল না আচার,
যথেচ্ছাচারিতা ছিল আইন রাজার।
স্বখভোগ কি প্রকার, বিন্দু কি বিসর্গ তার,
জানে নাই অভাগিনী ভাবে নাই মনে
নিদয় চরিত্রহীন যবন শাসনে !

সে অবধি স্বখইচ্ছা গিয়াছিনু ভুলে,
বিসর্জ্জন করি তারে সাগরের জলে ;
বিধাতা সদয় হ'ল যবনের রাজ্য গেল,
যন্ত্রণার হাত হ'তে পাইনু নিস্তার ;
ইংরেজ রাজত্বে ইচ্ছা বাড়িল আবার ?

না ভাবি স্বপত্নী-পুত্র সন্তানে আমার ;
গর্ভজ সন্তান সম করিছ ব্যাভার।
ঔদার্য্য দেখিলে তব, থাকেনা হৃদয়ে ক্ষোভ,
আহা কিবা আইনের স্বন্দর গঠন,
পক্ষপাতশূন্য যেন বিধির লিখন !

জিত কি বিজিত ভাব নাহি মনে বোন,
উপযুক্ত হলে পদ করিবে গ্রহণ ;
জাতি-ভেদ তুলে দিয়ে, জ্ঞানের গরিমা লয়ে,
করিয়াছ রাজত্বের পদবী সৃজন
তাই সে সুন্দর এত বিলাতীশাসন !

যদি, বোন, ভিন্ন ভাবে করিতে দর্শন
নেটীব, ইংরেজ দলে, তা হলে কখন
হ'তনা কুশলময়, রহিত না শান্তিময়,
বিশাল ভারতরাজ্য হ'ত বিষময় !—
হ'ত কি বেতনভোগা শিখ সিংহচয় ?

রহিত কি রাজপুত ঘুমায়ে কখন ?
হ'ত কি ব্রিটীশরাজ্য শান্তি নিকেতন ?
ব্রিটিশ বিধান ধন্য !— পৃথিবীর অগ্রগণ্য,
যে বিধানে ধরণীর তৃতীয়াংশ নর
ব্রিটনের পাদপদ্মে প্রদানিছে কর !

শিখাও ভগিনী তব শ্বেতাঙ্গ সন্তানে,
যেন নাহি ভিন্ন ভাবে আমার সন্তানে ;
বিমাতা সন্তান বলে, যেন নাহি পদে দলে,
সোদর সমান যেন মিলে মিশে রয়,
ইংলণ্ড ভারতে হ'ক অচ্ছেদ্য প্রণয়।

দীর্ঘজীবী হ'য়ে থাক উদার রীপণ,
বিলাতে ভারতে হ'ক অশেষ কল্যাণ;
গ্লাডষ্টোনে সাথে লও, অভাগিনী দুখ কও
ভগিনী-সমীপে, মম জুড়াও অন্তর
অন্তর সহিত এই বাসনা আমার।

দিয়ে বিসর্জ্জন জাতি গঙ্গার সলিলে,
নির্ধনী সন্তান মম, ভাবি ধন তৃণ সম
লঙ্ঘিয়ে সাগর, গিরি, জ্ঞান উপার্জ্জনে
উপনীত হইতেছে বিলাত ভবনে।

স্নেহালু ভারত বাসী সে স্নেহ ভুলিয়ে,
কত বিঘ্ন কত বাধা সমুখে রাখিয়ে,
মস্তিষ্ক ঘুরায়ে কত, জ্ঞানার্জ্জিছে অবিরত,
সমকক্ষে চলিতেছে শ্বেতাঙ্গের সনে,
কেন তবে ফলভোগী নহে তার সনে?

দেখেনি ভারতবর্ষ নয়নে কখন,
নাহি জানে ভারতের কিবা আচরণ!
জানেনা ভারতভাষা, জানিবে এমন আশা
নাহি যাহে, সে আসিয়ে অবাধে কেমন,
ভারত বিচারাসন করিছে গ্রহণ!!!

হায় যে শ্যামাঙ্গ পক্ষে কঠিন এখন,
বাছিয়া বাহির করা, (সেই হ্যাট্ কোট্ পরা)
কোন্‌টী জাতীয় ভাষা কোন্‌টী বা পর
শিখিয়াছে "এটিকেট" শ্বেতাঙ্গ আচার ;

তাঁর পক্ষে ভারতের বিচার আসনে
বসিয়ে, শ্বেতাঙ্গ দলে, বিচারিতে বিদ্যাবলে
হয় যদি অসঙ্গত, কেমনে সে জন
বিচারিবে ভারতের নরনারীগণ ?—
যে জন কখন ভুলে ভাবেনি ভারত বলে
তার হাতে ভারতের "জানানা" বিচার !!!
কেমনে এ সুসঙ্গত ভগিনী আমার ?

বিদ্বান আদর্শ কত সন্তান তোমার,
ভারতে বিলাতে যাঁরা করেন বিহার,
একতাল মিলাইয়ে, বিলের সপক্ষ হয়ে,
গাইছেন কাঁপাইয়ে ভূধরগগণ,
সুফল ফলিবে বিলে মঙ্গল কারণ।

সুধুমাত্র জন কত ফিরিঙ্গীর দল,
অদূরদরশী তাই হয়েছে পাগল !
কেন যে পাগল তারা, হইয়াছে দিশে হারা,
হউক বিলের স্থিতি—কিম্বা হ'ক লয়,
কিসে বা তাদের ক্ষতি কিসেই বা নয় ?

তুমি মাত্র বল, বোন, উদার—"রীপণ"
উদার "ব্রাইট" বল, বল "গ্লাডষ্টোন,"
রমেশ আমার আছে ; জানাইতে গ্যাছে কাছে
প্রিয় পুত্র ঘোষ মম, ঘোষিবে কাহিণী,
শুনিও সকল কথা শুনিও ভগিনী।

ধরিয়ে লেখনী করে কত কত বার,
দিয়েছেন কর্ণে তব মম সমাচার
তাহে তৃপ্তি নাহি মানি, উপস্থিত রাজধানী
বলিবেন আশাকরি "রিয়াক্" স্বজন,
অভাগীর যত কিছু দুখ বিবরণ।

শুনিও ভগিনী সব করিও বিচার,
হয়েছ ভারতেশ্বরী ভারত তোমার।
স্বপত্নী তনয় বলে, রেখনা চরণে ঠেলে,
দিও বোন তাহাদের পরিশ্রমফল,
করুন মঙ্গলময় তোমার কুশল।

বিজ্ঞান, গণিত, আদি সাহিত্য, দর্শন,
জানে না কি, অয়ি বোন, আমার নন্দন ?
যেমন উরোপবাসী ;— তেমনি ভারতবাসী
শিখে নাই আইনের বিধি ব্যবহার ?
পারে না কি হিতাহিত করিতে বিচার ?

গুপ্তধন নহে গুপ্ত বিহারী আমার,
শিখেছে ইংরেজী চাল আচার ব্যাভার ;

বিচারে বিচার পতি, আইনজ্ঞ দৃঢ়মতি,
রাজনীতি বিশারদ সুরেন্দ্র আমার ;
বঞ্চিত তাঁহারা হৃদে লাগে গুরুতর !

ছিল কি অযোগ্য পুত্র দ্বারকা আমার ?
এবে কি অযোগ্য মম রমেশ কুমার ?
মিনতি আমার, বোন, করিনে এ উন্মীলন,
দেখহে বারেক মিত্র—"মিনিট" কেমন,
পারে কি বিচারে তাহা করিতে খণ্ডন ?

অগণ্য ফিরিঙ্গীদল বক্ষেতে আমার,
বিলাতী—ধরণে সব আচার ব্যাভার,
তাদের বিচার যত, শ্যামাঙ্গের হস্তগত,
হয়েছে কি তাহে কোন কথা উত্থাপন ?—
বিচারে অদক্ষ মম শ্যামাঙ্গ নন্দন !

ইংরেজ রাজত্ব যদি পাঠান সমান
হত, তবে কে যাচিত এ হেন সম্মান ?
হইয়ে উদার চিত, দিয়ে ধন অযাচিত,
করিয়াছ ধনী আজ কেন সেই ধন
প্রদানিয়ে, পুন বাঞ্ছা করিতে গ্রহণ !

জাতি ভেদ ভুলে দিয়ে, জ্ঞানের গরিমা লয়ে,
করিয়াছ যে পদের সৃজন, ভগিনী,
ভুলনা ভুলনা বোন সে উদার বাণী।

# রিপণ বিদায়

আয় আয় সতীমেয়ে,
যাই তো সবারে লয়ে,
নীলাম্বুর তীরে চল দাঁড়াই কাতারে।
ধান্য দূর্ব্বা লও করে,
সুগন্ধি চন্দনা ধারে,
সাজাও ফুলের ডালা কুসুমের হারে,
প্রাণাধিক রীপণের আশীর্ব্বাদ তরে।

বিধি মোরে প্রতিবাদী,—
রীপণ গুণের নিধি
পরাণে আঘাত করি, ত্যজিবেন মোরে ;
বিদায় দিবার কালে,
হৃদয় পরাণ খুলে,
হৃদয়ের দু চারিটী ব্যাথা আজ তাঁরে
কহিব কাঁদিয়ে, ভাসি নয়ন আসারে।

চল চল চল সবে,
নয়ন সফল হবে,
হেরি গিয়ে দেব মূর্ত্তি রীপণে আমার ;

বোম্বায়ের উপকুলে
সাজাইব বন ফুলে,
যা আছে প্রকৃতি দত্ত সম্পত্তি আমার,
দুখিনী ভারত আমি কি পাইব আর ?

সুবিমল অশ্রু-জলে
ধোয়ায়ে চরণতলে,
মাঁগিয়ে বিধির কাছে কল্যাণ তাহার,
দুস্তর জলধি কোলে
দিবরে রীপণে তুলে,
কাঁদিয়ে বলিব সবে জলধির পায়,—
কুশলে লইয়ে যেতে ব্রিটন তনয়।

দেখরে ব্রীটন দেখ,—
পশ্চাতে ফিরিয়ে দেখ,
বোম্বায়ের উপকুলে কি বিষাদ আজ !
বিদেশী রীপণ তরে
ভারতের অশ্রুঝরে,—
ভারতের এই অশ্রু ভুলনা কখন,
অকৃতজ্ঞ নহে ইহা রাখিও স্মরণ।

চলিলে রাজন্ তুমি,
ত্যজিলে ভারত ভূমী,
ভুলনা জন্মের তরে রাখিও স্মরণ ;

ভারতে দেখিলে যাহা,
গুটী গুটী করি তাহা,
ব্রিটেন রাজ্ঞীরে বল সব বিবরণ,
এ মোর মিনতি, দেব, ধরিয়ে চরণ।

ভেদিয়ে গগন গিরি,
ভারতের নর নারী,
গাইছে দুখের গীত, বহে অশ্রুজল ;
দুখিনী ভারতে বলে,
যেওনা, রাজন, ভুলে ;
মনে রেখ ভারতের এই অশ্রু জল !—
রাজ-ভক্তি ভারতের অচল অটল !

কি বলে বিদায় দিব,
কি বা উপহার দিব,
ব্রিটেন কুমার যোগ্য কি আছে আমার ?-
ভারতের নর নারী,
বিদারি আকাশ গিরি
কাঁদিতেছে উচ্চৈঃস্বরে করি হাহাকার
আছে মাত্র দুখিনীর সেই অশ্রুধার !—

—সেই অশ্রু মুক্তাহারে,
পূজিব মানসসরে
মনের বাসনা এই, ব্রিটেন কুমার ;

তনয় তনয়া সনে
তাই আজ এই স্থানে,
হেরিয়ে নয়ন হবে সফল আমার
নর দেহখানি—দেব-প্রকৃতি আধার !

বীর প্রসূ ভাগ্যবতী,
জগতে বিদিত খ্যাতি,
সে খ্যাতি কলঙ্ক আজ জীবনে আমার !
স্বর্ণ প্রসূ আখ্যা মোর,
ভারতে দুর্ভিক্ষ ঘোর !
ছিল কোহিনূর শিরে গভীর আঁধার !
গভীর রজনী ঘোর পোহালনা আর !!!

বীরকুল শিরোমণি
ভীষ্মার্জুন, দ্রোণ, দ্রৌণী,
হারায়েছি ভীম, কর্ণ, বীর দুর্য্যোধন !
পাশরিয়ে ভবিষ্যত্,
কুরুক্ষেত্রে রক্তপাত্,
তাইরে আমার দশা আজ রে এমন—
"নেটিব" "নিগার্স" তাই আমার নন্দন !!!

তা না হ'লে কি সাহসে,
দো জেতে ফিরিঙ্গি হেসে,
সংবাদ পত্রের স্তম্ভে দেয় বিজ্ঞাপন—

"চাহি বাবু পাঙ্খাকুলী"
"চাহি বাগানের মালি"
"প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যেজন"
"হ'তে পারে গ্রহণীয় তার আবেদন" !!!

নাহি ধন, নাহি মান,
প্রতিপদে অপমান,
অনন্ত সাগর গর্ভে দিয়েছি সকল !
স্বজাতি বিপ্লব কত,
বিজাতি বিপ্লব শত,
সহিয়াছি অভাগিনী, তবুও বিমল—
সতীত্ব রতন সুধু অচল অটল !

আর সে ঐশ্বর্য্য নাই,
কোহিনূর মণি নাই
বীর প্রসূ নহি আর আজ পরাধিনী ;
আমার যতেক মেয়ে
আছয়ে সতীত্ব লয়ে,
সতীত্ব ভাণ্ডারে লয়ে আছি অভাগিনী
শতেক বিপ্লব গেছে তবু তা যায়নি !

সতীত্ব রক্ষার দায়
নখাগ্র তৃণের প্রায়,
ঢেলেছে সজীব দেহ জ্বলন্ত চিতায়,

তবু কলঙ্কিত প্রাণে
রহেনি এপাপ ধামে,
হাসিতে খেলিতে গিয়ে উঠিছে চিতায়,
পাপপৃথ্বী কাছে নিয়ে চরম বিদায় !

ভারতের সে গৌরব,
ভারতের সে বিভব,
বুঝি আজ যায় দেব খচ্চরের করে,—
শ্বেত দ্বীপ ভগিনীরে,
বলেছি মিনতি করে,
বলিও রাজন এর প্রতিকার তরে,
মরমের ব্যাথা মোর—ঘোর অত্যাচারে !!!

তোমার নয়ন পরে,
ঘোর দস্যুবৃত্তি করে,
জানিনা কি হবে দশা বিহনে তোমার
তাই ভাবি প্রতিনিধি
যেন না বিশেষ বিধি
করেন স্বদেশী তরে, স্বদেশী তোমার,
বিজ্ঞাপনী দিও তাঁরে, মম অবস্থার।

হে রাজন্ দুখিনীর
মুছাইতে অশ্রুনীর,
কায়মনে কত শুভ করেছ কামনা,

সহিয়াছ তাহে কত
সহিতেও হবে শত
পূরাতে চাওনি যবে দস্যুর বাসনা,
যে মম স্বপক্ষে বলে তাঁরি এ লাঞ্ছনা!

কুমারিকা হিমাচলে,
ভাসিছে চক্ষের জলে,
আশীশ বচনে বেদ পড়িছে ব্রাহ্মণ,
জাতিত্ব গিয়েছে ভুলে,
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে মিলে,
গাইছে সুযশঃ তব ছাইয়া গগন,
অক্ষরে অক্ষরে ঝরে বিরহ বেদন।

ভুলিবেনা এ জীবনে
দুখিনী সন্তানগণে,
স্বার্থ শূন্য, হে রাজন, তব উপকারে;
ন্যায় পরতার চিত্র,
ভুলিবেনা আর্য্য ক্ষেত্র,
গাইবে তোমার যশ সরল অন্তরে,
ভুলিবেনা কভু তারা নিদ্রা অবসরে!

কামনা প্রাণের সনে,—
কুশলে স্বদেশ ধামে
করহ গমন, হ'ক সুদীর্ঘ জীবন;

সদিচ্ছা সফল হ'ক,
ধর্ম্মে মন বাঁধা র'ক,
অধর্ম্মে লাঞ্ছনা কর ধর্ম্মের পালন
রাখ স্বরগের দ্বার করি উন্মোচন!

---

## কেশব-বিয়োগ

নিতান্ত দুর্ভাগ্য মাতঃ ভারত তোমার,
নিয়ত সাধিছে বাদ কাল দুরাচার!
মা তব আঁধার মুখ হেরিয়ে বিদরে বুক,
পোহাবে কি এই নিশি আবার কখন,
উদিবে কি সেই সূর্য্য হাসায়ে ভুবন?—

হায়রে তা হবে যদি, কেনরে দারুণ বিধি
অকালে হরিবে বল কেশবে তোমার!
হৃদয়ে হানিয়ে হেন দারুণ প্রহার!

কি করিলে ভ্রাতৃবর, কি কঠিন ব্যবহার!
কাঁদালে ভারতবাসী, জননী তোমার,
কোমল হৃদয়ে একি কঠিন আচার!

সঙ্কল্প তোমার যাহা, কৈ পূর্ণ হল তাহা ?—
পূর্ণাবস্থা না পাইতে, ত্যজিলে সংসার,
(আজ) কে আছে তোমার স্থান করে অধিকার !

কে বল সমগ্রপৃথ্বী গাইবে ধর্ম্মের কীর্ত্তি,
মাতাইবে সমভাবে কে রহিল আর ?—
বিশাল ভারতে আজ গভীর আঁধার !

ভারতের সেই হালে, তব জন্ম না হইলে,
বিজাতি ধর্ম্মের স্রোতে ভাসিত ভারত,—
সে প্রবল স্রোতে ভ্রাতঃ দাঁড়ায়ে পর্ব্বত সম,
রাখিয়াছ মান সহি কত অত্যাচার ;—
সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম তাই সে প্রচার।

বিঘ্ন বাধা কত শত, দেখেছ তৃণের মত,
নিয়তি দুরন্ত বলে আজ হত বল !
মুহূর্ত্তে অসাড় অঙ্গ হারালে সকল !

লঙ্ঘিতে কে পারে বল, নিয়তি প্রবল বল,—
নিয়তির বাধ্য এই অনিত্য সংসার,
সেই সত্য আজ যথা করিছ বিহার।

যাও সেই পুণ্যধামে, চৈতন্য বুদ্ধের সনে
মিল সেই নিত্য ধামে, শান্তির আধার,
সুখে আজ কর তথা রাজত্ব বিস্তার !

দেখ সুরবালা দলে, স্বর্গের সোপান স্থলে,
প্রতীক্ষা করিছে ল'য়ে পারিজাত হার,
স্বর্গীয় সঙ্গীতে ভাসে ত্রিদিবের দ্বার !

আর ভ্রাতঃ কাঁদিব না, অশ্রুজল ফেলিব না,
অমঙ্গল হয় পাছে তাহাতে তোমার,
কিন্তু—আপনি যে কাঁদে প্রাণ বহে অশ্রুধার !

## অসতী কমল

প্রভাতে অরুণ ভাতি সাজিল লোহিত রাগে,
কলকণ্ঠে বিহঙ্গম সকলের আগে জাগে।
পরশে অরুণ ভাতি, জাগিল প্রকৃতি সতী,
নীহার ধোয়ায়ে দিল ঘুম ভাঙ্গা আঁখি তার,
মলয় প্রভাত বায়ু শীতলিল কলেবর।
নীহারে অরুণ ছটা, সুন্দর চিকণ বাস !
কুসুম উদ্যান চারু সুমিষ্ট মধুর হাস !

কুণ্ডলে মণির মালা, পরিয়ে প্রকৃতিবালা,
মোহিল জগত মন ভুবনমোহিনী রূপে,
কমল নয়ন ঠারে ডাকিল অলিরে চুপে।

কমল খুলিল মুখ, গুণ গুণ রব তুলি
কমলের কমনীয় মুখানি ঢাকিল অলি।
ব্যবহার কমলের দেখি পতি কমলের,
সতেজ প্রখর করে পৃথিবী ছাইয়া দিল,
অলিকুল সনে দ্বন্দ্ব দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।

কেহ উড়ে কেহ বসে কেহ ঘূরে চারিধার,
আবেশে কমল খুলে দিল হৃদয়ের দ্বার!
অলিকুল মাতোয়ারা, দিবাকর খর ধারা
নিয়ত বর্ষণ করি, অলিরে তাড়াতে চায়,
বৃথা তাঁর বরষণ কমল তাঁহার নয়?

ধিক্ রে কমল তোরে ধিক্ ধিক্ শতবার
জাগ্রত জগত মাঝে একি তোর ব্যবহার!
সরমের মাথা খেয়ে, সাদরে অলিরে লয়ে,
বেলা দিবা দুপ্রহরে অরুণের আঁখি পর,
কেমনে কমল তুই করিস্ এ ব্যভিচার!

দেখ্ না ওদিক পানে চেয়ে, অই কুমুদিনী
সরমে মরম বাঁধা, সতী পতিসোহাগিণী!
পর পুরুষের সণে, দেখা হয় ভাবি মনে,
পুকুরের এক ধারে মুদিয়া নয়ন তাই,
শৈবাল সখীর সণে, মিলে রহে এক ঠাঁই।

দিন নাই, রাত নাই, পর পুরুষের সেবা,
তুই বই এজগতে আর বল করে কেবা !
অলিকুল সন্ধ্যা হলে যেতে চায়, তারে ছলে,
( বেহায়া সরম নাই অসতী কমল তোর )
রাখিস্ ঘোমটার মাঝে ;—বেহায়া সে অলিচোর !

অনন্ত রৌরব ঘোর বিধাতা লিখেছে ভালে,
অকাল মরণ তোর, মরালের পদ তলে।
সতীর সাক্ষাৎ মূর্ত্তি, কুমুদ, তোমার কীর্ত্তি
কুমুদ-বান্ধব কাছে হাসিয়া বলিবে যবে,
তোমার এ পোড়া মুখ তখন কোথায় রবে ?

তাতেও তোমার লাজ নাহি অয়ি কমলিনি
তখন (ও) গোপন-প্রেমে রবে তুমি উন্মাদিনী,
তখন (ও) হৃদয় মাঝে, বিহারিবে অলিরাজে,
তখন (ও) হৃদয়-মন পাপেতে মগন তোর,
প্রায়শ্চিত্ত কোথা এর ? অনন্ত নরক ঘোর !

---

# দময়ন্তীর দৈববাণী

নৃমণি মণ্ডলে আজ স্বয়ম্বর দেশ,
ধরিয়াছে কিবা শোভা মরত ভুবনে !
মন্দাকিনী-তীরে যথা বৈজয়ন্ত দেশ,
তেমতি বিদর্ভ আজ নর্ম্মদা পুলিনে !

ধন্যা ভীম সীমন্তিনী, ধরিলা গরভে
শুভক্ষণে কন্যা-রত্ন, দময়ন্তী সতী,
বিদর্ভ পবিত্র আজ যাহার গরবে,
ভিখারী, ভীমের দ্বারে, দেবকুল-পতি

বিদর্ভ নগরী আজ আনন্দ ভবন,
আপনি বিদর্ভপতি বিনয় আচারে
সম্ভাষেণ নিমন্ত্রিত রাজ পুত্রগণে,
মহিষী তোষেণ সবে নিজে অন্তঃপুরে ।

মিলিয়ে সকল সখী নানা আভরণে
সাজাইছে বৈদর্ভীরে করিয়ে যতন,
মঙ্গল আচারে দেয় অঞ্জন নয়নে
কেহ বা অলক্তে রঞ্জে যুগল চরণ ।

সচন্দন দধিমাল্য নানা উপহারে
সাজায়ে বরণডালা, মন্থর গমনে
নলের পবিত্র মূর্ত্তি রাখিয়ে অন্তরে,
সলাজে ভীমের বালা চলে সখীসনে।

সুবিস্তৃত সভাস্থল চাহি একবার,
হতাশে বিষাদে মন ডুবিল সতীর,
উজ্জ্বল উৎফুল্ল মুখ হইল আঁধার,
অলক্ষ্যে ঝরিল নেত্রে একবিন্দু নীর।

মুহূর্ত্তে মধুরস্বর পশিল শ্রবণে,
"পতিত্বে যাহারে মনে করেছ বরণ,"
"সে হবে তোমার পতি অয়ি বরাননে,"
"অচিরে নলের সনে হইবে মিলন।"
"যাও যাও ত্বরা করি যাওলো সাহসে,"
"সচন্দন বরমাল্য করহ গ্রহণ,"
"প্রকাশে অর্পণ কর নলের উরসে"
"মানসে যাহারে পতি করেছ বরণ"।

"স্বয়ম্বর স্থলে সতি! দেখিছ নয়নে,"
"পঞ্চনল এক স্থানে হয়েছে মিলন,"
"কি ভয় কি ভয়, সতি, বাঞ্ছিত রতনে,"
"অবশ্য মিলাবে বিধি সতীর কারণ!"

"যে নলের প্রতিবিম্ব নয়ন দর্পণে,"
"হৃদয়ে যাঁহার মূর্ত্তি রয়েছে লিখন,"
"মিলিত সহস্র নল হ'ক এক স্থানে,"
"হৃদয়ে নৈষধপতি হইবে মিলন।"

"আকাশ পাতাল ভেদ দেবতা মানবে,"
"দেব দেহ প্রতিবিম্ব পড়ে না ধরায়,"
"আখিতে পলক নাই ;—নলেতে বহিবে ;"
"চিনিতে নৈষধপতি তবে কিবা ভয় ?"

নির্ভরি আকাশবাণী, নলে রাখি মন,
সাহসে বান্ধিয়ে বুক ধীরে ধীরে বালা,
অতিক্রমি কত শত রাজ পুত্রগণ,
সাহসে নলের গলে দিল বরমালা !
গাইল অপূর্ব্ব তানে দম্পতি হৃদয়ে,
বাজিল মধুরে যেবা হৃদয়ের তার,
বুঝিল দম্পতি স্বধু হৃদয়ে হৃদয়ে,
অচিন্ত্য অব্যক্ত সেই বাহ্য কল্পনার !

# ভারতে তীর্থস্থান

তুমি নাকি কুরুক্ষেত্র আর্য্য তীর্থস্থান,
বিলোপ হইল যথা আর্য্যের গরিমা ?
তীর্থস্থান আখ্যা তোমা কে করিল দান ?
আর্য্যের উজ্জ্বল মুখে ঢালিয়া কালি মা !

সেই পুণ্য ভূমি তুমি ?—গঙ্গার কুমার
যেখানে চক্রীর চক্রে, ত্যাজিলা জীবন,
কলুষিত হবে অঙ্গ পরশে তোমার
ভাবি শর শয্যোপরি করিলা শয়ন।
সেই পুণ্য ভূমি তুমি ?—ব্রাহ্মণ শোণিত
আনন্দে করিলে পান শিহরে হৃদয় ;
ধন্যা তব পাপলিপ্সা জগত বিদিত,
আর্য্যের গরিমা তব পাপ গর্ব্ভে লয় !

ছলে ধরি রথ চক্র কর্ণেরে বধিলে,
অন্যায়ে তোমার বক্ষে মরিল আর্জ্জুনি—
তাই কি সে পুণ্য আখ্যা আশ্রয় করিলে ?
তাই কি সে তীর্থ নামে ভরিল ধরণী ?

পতিব্রতা রমণীর নয়নের নীর,
পতিব্রতা বিধবার চিতার অনল,
করিয়াছে কলঙ্কিত তোমার শরীর ;—
ঢাকিতে কি সে কলঙ্ক পাতিয়াছ ছল ?

নর লোহে দেহ তব করেছ রঞ্জিত,
গান্ধারী নয়ন জল পারে নিবাইতে
পাষাণে তোমার হিয়া করেছ গঠিত,
তোমার কলঙ্ক রাশি বিদিত জগতে !

সেই পুণ্য ভূমি—তুমি ?—নিশীথ সময়ে
যেখানে মারিল পঞ্চ পাণ্ডব তনয়
বিনা যুদ্ধে ;—তাই কি এ ভারত আলয়ে
হইয়াছ পুণ্যতীর্থ পবিত্রতাময় ?

—এতই কি পাপলিপ্সা হইল তোমার !
জানি না কেমন তব সে পাপ উদর ;
একেবারে আর্য্যকুল করিয়া সংহার,
ভক্ষিলে বালক পঞ্চ পাণ্ডব কুমার !

ভারত সৌভাগ্য সূর্য্য তোমার গরবে
হইয়াছে অস্তমিত,—উদিবে কি আর ?—
ভারতের স্বাধীনতা ভারত পরবে
হরেছিস্ রে রাক্ষসী ফিরিবে না আর !

ও পাপ উদরে যদি হায় সেই দিন
না পশিত সেই আর্য্য বীর কুলচয়,
আজ কি ভারতে সূর্য্য হইত বিলীন?
মুদিতা কি র'ত হায় হেন কুবলয় ?

রাক্ষসীর প্রতিমূর্ত্তি কুরুক্ষেত্র তুমি !
কেন আর্য্য ঋষিগণ পুরাণে তোমারে,
করিলেন ব্যাখ্যা আখ্যা দিয়ে পুণ্য ভূমি,
গূঢ়তত্ব আছে কিছু ঢাকা কি ভিতরে ?

অবশ্যই আছে, নলে পূজ্য ঋষিগণ,
কেন পুণ্য আখ্যা দিয়ে করিলেন খ্যাত ;
বিশাল ভারতে বল কে আছে এখন
লইতে গুণের ভাগ তাঁহাদের মত !

সসাগরা সীমা হীনা অবণী মণ্ডলে,
যে জাতির কাছে যাবে পাইবে তথায় ;—
মত ভেদে তীর্থ যাত্রা আছে সব স্থলে,
উদ্দেশ্য সবারি এক বিভিন্ন কথায়।

যে বলে বলুক আমি শুনিব না কাণে,
তীর্থ দরশনে পুণ্য হবে না সঞ্চয় ;
পূজ্যপাদ ঋষিদের অমূল্য বিধানে,
রাখিব অজ্ঞের মত ভরিয়া হৃদয়।

অক্ষরে অক্ষরে যাঁর উপদেশ শত,
ছাড়িব না যুক্তি হীন সহস্র কথায়,
একত্রিত করি শত মহাত্মার মত,
মিলায়ে আপন মতে রাখিব মাথায়।

যাও সবে কুরুক্ষেত্রে তীর্থ দরশনে,
সাধুসম গুণ ভাগ করহ গ্রহণ ;
শিখ সেই আর্য্য কুলবীর আচরণে
সুবর্ণ অক্ষরে যাহা রহেছে লিখন।
স্বার্থ শূন্য হও কর্ণ, শল্যের মতন,
প্রতিজ্ঞা পালক হও ভীষ্মের সমান,
সত্য নিষ্ঠ হও যথা ধর্ম্মের নন্দন ;
সন্মুখ সমরে শিখ করিতে শয়ান।

ধন্য পুণ্য ভূমি তুমি, চিতোর নগরী,
কথার সতীত্ব দায়ে হৃদয়ের পরে
আকাশ পরশি চিতা প্রজ্বলিত করি
রক্ষিলা সতীত্বনিধি যবনের করে !

দলে দলে ভারতের আর্য্য নারীগণ,
রাজস্থানে তীর্থ যাত্রা করুক সকলে,
দেখুক সে নারী বীর্য্য স্বদেশ রক্ষণ,
শিখুক সতীত্ব রক্ষা সুচারু কৌশলে !

রাম রাজ্য অযোধ্যায় করহ গমন,
সৌভ্রাত্র আদর্শ ক্ষেত্র অনন্ত সংসারে,
শত তীর্থফল হবে করি দরশন,
ভ্রাতৃ স্নেহ গাঁথা রবে হৃদয়ের তারে।

যাও যাও যাও সবে সেই পূত স্থানে—
জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব যথা দেখায়ে পাণ্ডব,
রক্ষিলেন দুর্য্যোধনে চিত্ররথ রণে,
ডুবায়ে বিস্মৃতি জলে শক্রতা বিষম।

বিশাল হস্তিনাপুর সুন্দর নগরী,
ভারতের জগতের হ'ক তীর্থস্থান;
জ্ঞাননেত্রে পাণ্ডবের চরিত্র নেহারি
শিখুক সে সহিষ্ণুতা ধরণী সমান।

যাও প্রমীলার দেশে যত নারী নর,
সেই এক মহাতীর্থ-ভারত-মাঝারে,
শিখহে তাঁদের চারু আচার ব্যভার,
যাঁদের বীরত্ব লেখা সুবর্ণ অক্ষরে।

নবদ্বীপ তীর্থস্থান চৈতন্য নিবাস,
যাউক ভারতবাসী সেই পুণ্যস্থানে,
শিখুক ভারতবাসী—চৈতন্য সন্ন্যাস
ভাসুক ভারত পুনঃ সেই সত্য জ্ঞানে।

---

## শ্মশানে যুবা।

কৃষ্ণ একাদশী নিশি প্রহর রজনী,
প্রাবৃটের ঘন ঘটা ঝলকে দামিনী,
ঘোর রবে মেঘপুঞ্জ গরজে গভীর
উথলিয়ে উঠিয়াছে ভৈরবের * নীর।
নীরব শ্মশান ভূমি নাহি শব্দ শাড়া,
টানা টানি করে শিবা লয়ে অস্থি মড়া,
আঁধারে মাখান ধরা বিকট দর্শন
থাকি থাকি চারিদিকে ডাকে শিবাগণ—
আঁধারে আবৃত দেহ দেখা নাহি যায়
করিয়ে বিকট স্বর অন্যেরে তাড়ায়।
ভীষণ শ্মশান ক্ষেত্রে এই হেন কালে
কাঁপায়ে অন্তর আত্মা "হরিবোল" বলে
আত্মীয় বান্ধব যারা নিদয় হৃদয়ে,
উত্তর শিয়রে শব রাখিল শোয়ায়ে!
গভীর আঁধার মুখ, নয়ন সলিলে
ভাসিল যুবক এক শব করি কোলে,
গাইল করুণ কণ্ঠে "কি হেতু শ্মশানে
"শায়িত হইলে পিতঃ মুদিত নয়নে

---

* ভৈরব—খুলনা জেলাস্থ নদ।

"তপ্ত স্বর্ণনিভ কান্তি কোথায় লুকাল ?
"সোণার বরণে কেবা কালিমা মাখাল ?
"কেন আজ জড় পিতঃ রসনা তোমার ?
"কি হেতু নিমেষ তরে দেয় না ঝঙ্কার ?
"এই তব চতুর্দ্দিকে প্রিয় পরিজন,
"বিকম্পিত করি ধরা করিছে রোদন,
"বিধবা তনয়া তব কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে,
"কি হেতু প্রবোধ বাক্যে প্রবোধনা তারে ?—
"জনম দুঃখিনী সে যে পালিতা তোমার
"তুমিই আশ্রয় ছিলে এ জগতে তার,
"হৃদয় উচ্ছ্বাসে সে যে করিছে রোদন
"বারেক তাহারে পিতঃ কর সম্ভাষণ।
অগ্রজ তোমার পিতঃ নিতান্ত অধীর,
জাগিয়ে মুছাও তাঁর নয়নের নীর !
কোথা তব ভ্রাতৃ-শ্রদ্ধা লুকাল এখন,
নিয়ত করিতে যাঁর আদেশ পালন
কেমনে কোমল হিয়া বাঁধিলে পাষাণে,
মুহূর্ত্তে ভুলিলে পিতঃ অনন্ত শয়নে !
হৃদিবিদারক স্বরে উন্মাদের প্রায়
আছাড়ি স্থবির দেহ কঠিন ধরায়
সস্নেহে ধরিয়ে কোলে করেন রোদন
জীবন জীবন জাগ সোদর রতন।
এ দৃশ্য দেখিতে পিতঃ বিদরে হৃদয়"

পাষাণ কঠিন হেন তাও গলে যায় !
মনসাধে কাঁদে যুবা শব করি কোলে,
কে আসি সাধিল বাদ কাড়ি নিল বলে ।
ঘৃত হরিদ্রায় শব মার্জন করিল,
কলসীতে আনি জল স্নান করাইল,
পরায়ে নূতন বস্ত্র ডাকিল যুবায়—
"কি হবে কাঁদিলে কর সৎকার উপায় ।"
"দুগ্ধফেননিভ শয্যা ছিল রে যাঁহার
কেমনে রাখিব তারে চিতার উপর
আঘাতিত হবে অঙ্গ নিতান্ত স্থবির"
বলিতে—শুকাল কণ্ঠ বহে অশ্রুনীর ।
আবার আবার ধ্বনি হ'ল হরি হরি,
চাহিয়া চিতার পানে উঠিল শিহরি !
ধূ ধূ করি চিতা-অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল,
উচ্ছ্বাসে আবার যুবা অমনি কাঁদিল ;—
"রে শ্মশান তুই বড় ভয়ঙ্কর স্থান,
দেখিলে বিকট মূর্ত্তি কাঁপে মন-প্রাণ !
ভাই ভগ্নী পাঁচ জন নিতান্ত অকালে
চিরনিদ্রা অভিভূত হায় তোর কোলে !
সেই অঙ্কে পুনঃ আজ্ জনক আমার
চিরনিদ্রাগত ভুলি প্রিয় পরিবার !
আজ হতে "বাবা" ডাক ফুরাল আমার,
হইবে না এ জীবনে ডাকিতে আবার !

আর না স্বাধীন মনে সহ সঙ্গীগণ,
রহিয়ে নিশ্চিন্ত কাল করিব ক্ষেপণ।
সে সব সুখেতে আজ হলেম বঞ্চিত,
দুখদ সংসার জালে হলেম জড়িত।
কেমনে দুর্ব্বহ ভার করিব গ্রহণ,
অন্তরে হ'তেছে ঘোর ভাবনা এখন!
হা পিতঃ কুকাজে যবে হইতাম রত,
সুমধুর উপদেশে করিতে বিরত,
প্রশংসা যদ্যপি কেহ করিত আমার,
উথলিত সুখ-সিন্ধু অন্তরে তোমার;—
সুখে সুখী দুঃখে দুখী হবে হেন জন,
কে রহিল এ জগতে আমার এখন?
জনমের মত সুখ দিয়ে বিসর্জ্জন
দুঃখের অনন্ত-স্রোতে ঢালিনু জীবন!
দেখিতে দেখিতে সব ফুরাইয়া গেল,
মুহূর্ত্ত না হতে গত আকাশে মিশাল!"
নিরাশ হতাশ মনে গৃহে ফিরে আসি,
আবার কাঁদিল যুবা পরিজনে মিশি।
কাঁদিতে রহিল যুবা কাঁদিবে জীবনে,
ফুরাইল সুখ শান্তি যত এ জীবনে!!!

# উন্মাদিনী।

কে অই জলধি তটে পাগলিনী-বেশে
দাঁড়ায়ে রয়েছে একা এহেন প্রদোষে।
নীরব জলধি-তীর, নীরব জলধি-নীর,
নীরব প্রতিমা-খানি সুমলিন বেশে !

সন্ধ্যার বিদ্যুৎ খেলে রবি অস্তপ্রায়
ধীরে বহে সমীরণ জলধির গায়
অনন্ত গভীর জলে গভীর গাম্ভীর্য্য খেলে
হেরিলে হৃদয় কাঁপে ভয় উপজয়

নাহিক ভয়ের লেশ সে চারু বয়ানে,
গাম্ভীর্য্য মাখান দৃশ্য বরষে নয়নে !
প্রাণহারা উন্মাদিনী পতিপ্রেম ভিখারিণী
চাহিয়ে আকাশ পানে গাইল সুতানে।—

গাইছে হতাশ কণ্ঠে,—গায় প্রতিধ্বনি
গাইছে আপন মনে শুনিছে আপনি।
উন্মাদিনী খুলে প্রাণ গাইছে দুঃখের গান
আকাশে মিলিছে সেই বিষাদের ধ্বনি।—

যেওনা দামিনী এত চঞ্চল চরণে
তোমা বড় ভালবাসি দেখি তোমা-দিবানিশি
নয়ন ভরিয়া, সখি, ধরি তব পায়
সুধাইব মরমের একটী কথায়।

কেন এত সুচঞ্চল গমন তোমার
আমার হৃদয় ধনে, রাখি, বুঝি সঙ্গোপনে
চলেছ চঞ্চল পদে সরমের ভয়ে
যেওনা পাষাণী মম, সর্ব্বস্ব লইয়ে।

কে কবে পরের ধনে হইয়াছে ধনী
এই আছে এই নাই আবার দেখিতে পাই
অনন্ত আকাশে পুন যাইবে মিলায়ে,
তবে কেন হেন কাজ লাজ মাথা খেয়ে!

যে মেঘের কোলে তুমি যাহার সোহাগে—
হাসিতেছ প্রাণ খুলে যখন যাইবে গলে—
তখন তোমার হাসি রবে না এমন,
হইবে তোমার দশা আমার মতন!

যেওনা যেওনা সখি মুহূর্ত্ত দাঁড়াও
মরমের যেবা কথা মরমের সেই ব্যথা
শুন সই উপেক্ষিয়া যেওনা আমায়,
বল মোর হৃদয়ের পাখীটি কোথায়!

রেখে যদি থাক সই দাওলো ফিরায়ে
হৃদয়ের পাখীটিরে রেখেছিনু বুক চিরে
হৃদয় মাঝারে বাঁধি প্রণয় শিকলে
কেমনে দামিনী তুমি হরিলে কি ছলে;

দিলে না দিলে না তবে লও দুঃখিনী রে
মিলাও তাঁহার সনে অনন্ত শান্তির ধামে
রহিবে অনন্তকীর্ত্তি ত্রিদিবে ধরায়
এ মিনতি দুখিনীর ধরি তব পায়।

এত ক'রে কাঁদিলাম কহিলে না কথা
মেঘের আড়ালে থাকি করিতেছ উ কি ঝুঁকি
হাসিতেছ বিদ্রুপিয়া ব'লে পাগলিনী
হৃদয় তোমার নাই চল সৌদামিনী!

হৃদয় থাকিত যদি দামিনী তোমার
রাখিতে মিনতি মোর দিতেনা যাতনা ঘোর
যাও—জানিলাম তব প্রকৃতি পাষাণ
মানিলাম আজ বজ্রে তোমার নির্ম্মাণ!

প্রকৃতি তুমি কি সতি ছলিতে আমায়
এ কঠিন পরাণের উন্মাদিনী হৃদয়ের,
( কমনীয় কুসুমের হৃদয় মাঝারে, )
রাখিয়াছ লুকাইয়ে, সূর্য্য-মণিহারে?

দিনেশ তুমি কি হায় ছলি দুখিনীরে—
দুখিনীর হৃদাগারে পশি দিবা দুপ্রহরে
করেছ কি দুখিনীর সর্ব্বস্ব হরণ ?
—কেমনে হরিলে ? ছিল প্রহরী নয়ন !

তবে কি ঘুমের ঘোরে হরিলে সে মণি ?
—তাও ত সম্ভব নয় স্বপ্নেও হৃদয়ময়
চোখের পলকে মাখা সেরূপ মাধুরী,
কেমনে করিলে দেব তবে তাঁরে চুরী ?

দাও দেব, ফিরে দাও দুখিনীর ধন
দুখিনী নয়ন তারা উন্মাদিনী-প্রাণভরা
প্রাণের বল্লভ মোর পাগলিনী ধন
দ্বাদশ মূর্ত্তিতে নয় কর পরশন।

প্রচেত, তোমার অই অম্বুরাশি তলে
নির্জ্জনে সুবর্ণ মণি— কোটী কোহিনূর মণি
রেখেছে কি দিবাকর রত্নরাশি সনে
বল দেব উন্মাদিনী ধরিছে চরণে।

রত্নাকর, পরধন অপহারী জন
সতত সভয় রয় হৃদয় কম্পিত হয়
ঐ দেখ কাঁপে অঙ্গ সভয়ে রবির
আশ্রয় করিছে তব সুগভীর নীর !

পালাইছে, লইতেছে জলধি আশ্রয়!
—আমিও জলধিজলে  দিলাম এ দেহ ঢেলে
মিলিবে নির্জ্জীব দেহ পরাণের সনে
যেখানে রাখ না তুমি যতই গোপনে।

---

## বসন্ত কাল।

হিমানীর অত্যাচার ভয়ে
প্রকৃতি ললাম রাশি লয়ে
গিয়াছিল ছাড়ি দেশ
ছিল না মধুর বেশ
এল সতী বসন্তেরে লয়ে।

কচি কচি পাতাগুলি কিবা
মরি কিবা মনোহর শোভা!
সাজায়ে সুন্দর কায়
হাসিছে কুসুমচয়
ধরায় ছড়ায়ে প'ল আভা।

দেহ ঢাকা লতায় পাতায়
মনোহর রূপের ছটায়
ভুলায় দরিদ্র ভূপে
ভুবন মোহিনী রূপে
তাপীর (ও) হৃদয় উথলয়।

মুকুলিত সহকার ফুল
কুসুমিত অশোক বকুল
অলি গুঞ্জরণ ছলে
পথিকে ডেকেছে বলে
বস দিব উপহার ফুল।

মলয় অনিল ধীরে ধীরে
স্নাত হয়ে সুশীতল নীরে
ব্যজনিছে নিরন্তর
সুশীতল কলেবর
পিককুল মধুরে কুহরে।

বসন্তের প্রিয় সখা পাখী
সুন্দর রাঙ্গায়ে দুটী আঁখি
বসিয়ে পল্লব তলে
সুমধুর রব তুলে
ঢালিতেছে সুধা রাশি রাশি।

গাভীগণ সুন্দর সতেজে
একত্রেতে চরে গোট মাঝে
কেহ হাম্বা রব তুলি
বিধির শিখান বুলি
বৎসে ডাকি লয় নিজ কাছে।

বিধির কৌশল মরি কার
সাধ্য আছে বল মীমাংসার,
শত গাভী দলে দলে
এক হাম্বা রব তুলে
ডেকে লয় বৎস আপনার!

অয়ি সতি কতক্ষণ আর
দেখাইবে, এরূপ সম্ভার
রহিবে কি চির তরে?
কভু না,—বিষাদ ভরে
লুকাইত হইবে আবার।

আর বার হিমানী যখন
আচ্ছাদিবে ভারত গগণ
আবার রূপের ডালি
বিষাদে হইবে কালি
ভারতের বিধবা যেমন!

নধর পল্লব শোভা কোথা ?
রহিবেনা একটীও পাতা !
ফুটিয়া কুসুম কলি
সাজাবে কি বনস্থলী ?
পিককুল উড়ে যাবে কোথা !

ললিত লতিকা পুঞ্জ হায়
শোভিবে কি সুন্দর বলয় ?
কত কি কুসুম চয়
কেশব কুণ্ডল প্রায়
আজ যাহা কাল হবে লয় !

তোমার বিষাদ মূর্ত্তি তবে,
হেরিলে হৃদয় কাঁদে ক্ষোভে
বঙ্গ বিধবার তরে
অন্তরেতে অশ্রু ঝরে
সহে তাহা পাষাণ নীরবে !

---

# স্বর্গীয় প্রেম

অই যে কপোত কপোতী যুগল
উড়িয়া বসিল ছাতের পরে,
গলা ফুলাইয়ে কেমন কেমন
উভয়ে উভয়ে আদর করে !

স্বর্গীয় প্রেমের বাঁধনে ওদের
দুখানি হৃদয় রয়েছে বাঁধা ;
একের পরাণ আরের শরীরে
দেখিয়ে মানব ভাঙ্গছে ধাঁধা !

থাকি বনে বনে আপনার মনে
খায় দায় সুখে উদর পূরে,
গোধূলির সনে বিভুগুণ গেয়ে
জোড় বান্ধি আ'সে গৃহস্থ পুরে !

ক্ষোপের দুয়ারে নাচে ঘূরি ঘূরি
আলাপে মধুর প্রিয়ের সনে ;
—প্রেমিক না হ'লে সে প্রেমের ভাব
বুঝে কি কখন পাষাণ জনে !

প্রেমে বাঁধা মন হৃদয় দু'খানি
প্রেমের জ্যোতিতে নয়ন জ্বলে
শিরায় শিরায় প্রেম স্রোত ব'য়ে
দু'খানি হৃদয় গলা'য়ে ফেলে !

কবে হবে এই মানব হৃদয়ে
প্রেমেরি সঞ্চার ওদেরি মত ;
রসাল প্রেমের প্রেম সুধা পিয়ে
মানব হৃদয় হইবে নত !

## বন-ফুল।

কে তোমা কুসুম গড়িল এমন,
কে দিল তোমায় কোমল প্রাণ ?
কে দিল তোমারে মাধুরী সম্ভার,
কে দিল তোমারে সুরভি ঘ্রাণ ?

কি হেতু কুসুম লোকালয় ছাড়ি
কাননের মাঝে করিছ বাস
রূপের মাধুরী ঢাকিয়ে কাননে
ছড়াও কাননে মধুর বাস !

নির্জ্জনে জনম নির্জ্জনে মরণ
সমাধি তোমার নিবিড় বনে
আপনার রূপ আপনিই দেখ
যত দিন ফুল বাঁচ জীবনে !

মানব হৃদয় গঠিত পাষাণে
কটাক্ষ তাহার কঠিন অতি,
তাই কি ছাড়িয়ে লোকের আলয়
কাননে ছড়াও রূপের ভাতি !

আমিও কুসুম তোমারি মতন
থাকিব কাননে আপন মনে
গাইব শুনিব শুনিব গাইব
যখন আমার যা আসে মনে।

সংসার যাতনা সহিব না আর
প্রতিজ্ঞা আমার আমার মনে
রহিব নির্জ্জনে, নির্জ্জনে মরিব
মিলিব কুসুম তোমার সনে।

সম্পূর্ণ।